NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ উইলিয়াম রাদিচে: পাশ্চাত্যে বাংলার মুখ, অবাঙালি হয়েও সেরা বাঙালি

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তবলিয়া পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বিশেষ ৮

কলকাতা ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ ৫ মাঘ ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২১৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.01.2025, Vol.18, Issue No. 219 8 Pages, Price 3.00

৩১ জানুয়ারি শুরু বাজেট অধিবেশন

তৃতীয় দফার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট নির্মলার

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি: সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব শুরু হতে পারে আগামী ৩১ জানুয়ারি। চলতে পারে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সরকারি সূত্রের খবর, ১ ফেব্রুয়ারি সংসদে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট প্রস্তাব পেশ করতে পারেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। অর্থ মন্ত্রকের একটি সূত্রে শনিবার এ কথা জানা গিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের তৃতীয় মেয়াদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হবে এ বার। কারণ, গত বছর লোকসভা ভোট থাকায় 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' পেশ করতে হয়েছিল অর্থমন্ত্রী নির্মলাকে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হিসাবে অষ্টম বারের মতো বাজেট প্রস্তাব পেশ করতে চলেছেন নির্মলা।

আগামী বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী নির্মলা আয়কর আইন বদল সংক্রান্ত বিল সংসদে পেশ করতে পারেন। কেন্দ্রের দাবি, এর ফলে আয়কর ব্যবস্থা আরও সরল হবে। মূল্যবৃদ্ধির মাথায় রেখে বাজেটে আয়করের হার কমানো বা স্তরে বদলের দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। এ বারের বাজেটে মানুষের হাতে আরও বেশি টাকা তুলে দিয়ে বাজারে চাহিদা বাড়ানোর জন্য সেই পথে সরকার হাঁটতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মহাকুম্ভে প্রতিরক্ষামন্ত্রী

মহাকুম্ভনগর, ১৮ জানুয়ারি: ১৪৪ বছর পরে মহাযোগ। প্রয়াগরাজে গঙ্গার তীরে অমৃত কুম্ভের সন্ধানে দেশ-বিদেশ থেকে ছুটে এসেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাঁদের মধ্যে যেমন রয়েছেন সাধারণ ভক্তের দল, তেমনই আছেন সন্তরাও। পুণ্য লাভের আশায় প্রয়াগরাজে দেখা গেল এবার দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকেও।শনিবার সকাল সকাল গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করলেন রাজনাথ। স্বভাবতই মেলার মাঠে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হাজির হওয়ায় নিরাপত্তারক্ষীদের তৎপরতা বেড়ে গিয়েছিল এদিন। তবে কিনা কুম্ভতীর্থে কেউ 'ভিআইপি' নন। তাই অন্যদের মতোই সাদা ধুতি পরে, খালি গায়ে স্নান সারলেন রাজনাথ সিং। স্নানের পর সূর্যপ্রণাম করেন তিনি। এছাড়াও অক্ষয় ভাট, পাতালপুরী মন্দির, সরস্বতী কুণ্ড এবং হনুমান মন্দিরে পুজো দেন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

আরজি কর-কাণ্ডে ১৬০ পাতার রায়ে দোষী সাব্যস্ত একা সঞ্জয়ই

দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর সঞ্জয়কে শিয়ালদা আদালত থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের মামলায় রায়ে মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। এছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ জানিয়েছেন শিয়ালদহ আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস। তার মধ্যে রয়েছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সমালোচনাও। সোমবার রায় ঘোষণা।

সিবিআইয়ের চার্জশিটের উপর ভিত্তি করে চার্জগঠন এবং বিচারপ্রক্রিয়া শেষে মোট ১৬০ পাতার রায় ঘোষণা করলেন বিচারক। তাতে কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দেন তিনি। সিবিআইয়ের চার্জশিটে ধর্ষণ-খুনের মামলায় এক মাত্র অভিযুক্ত হিসাবে সঞ্জয়ের নামই ছিল। বিচারক তাঁর রায়ে অভিযুক্তের পরিচয়ের উপরেও জোর দিয়েছেন। কে তিনি, কোথায় কাজ করতেন ইত্যাদি বিষয় বিচারক দাস তাঁর রায়ে উল্লেখ করেছেন।

সোমবার দোষী সঞ্জয়ের সাজা ঘোষণার পরই ১৬০ পাতার রায়ের প্রতিলিপি আদালতের ওয়েবসাইটে 'আপলোড' করা হবে বলে জানা গিয়েছে। শুধু অভিযুক্ত নন, নির্যাতিতার বিষয়েও বিচারক তাঁর রায়ে রেখেছেন। পাশাপাশি কোথায় ঘটনা ঘটেছে, ঘটনার দিন নির্যাতিতার কাজের সময় (ডিউটি আওয়ার) কী ছিল, তিনি কত ক্ষণ হাসপাতালে ছিলেন, শেষ কখন তাঁকে জীবিত দেখা গিয়েছিল, সেই বিষয়গুলিও রায়দানের সময় বিচারকের পর্যবেক্ষণে এসেছে।

নির্যাতিতাকে কোথায় এবং কখন মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, রায়ে তা-ও জানিয়েছেন বিচারক দাস। নির্যাতিতার মৃত্যুর কারণ, মৃত্যুর সময়ও রায়ে উল্লেখ করেছেন বিচারক। সিবিআই চার্জশিটে দাবি করেছিল, নির্যাতিতাকে প্রথমে ধর্ষণ করা হয়। তার পরে খুন। চিকিৎসকের উপর যৌন নির্যাতন হয়েছিল কি না, বিচারকের পর্যবেক্ষণে আছে সেই প্রশ্নের জবাবও। সিবিআই চার্জশিট দেওয়ার পর থেকেই নির্যাতিতার বাবা-মা, জুনিয়র ডাক্তার এবং সমাজের একাংশের প্রশ্ন ছিল, ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় শুধু কি একা সঞ্জয় জড়িত? না কি আরও কেউ ছিলেন? বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন সিবিআই আদালতে জানায়, সেই বিষয়টি তারা আরও খতিয়ে দেখছে। শনিবারের রায়ে সেই বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। খুনি একা ছিলেন? না আরও কেউ ছিলেন? বিচারক তাঁর পর্যবেক্ষণে সেই বিষয়ে জোর দিয়েছেন।

বিচারক অনির্বাণ দাস যা বললেন...

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হলেন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। শনিবার শিয়ালদহ আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস ওই রায় ঘোষণা করেন। তিনি জানান, দোষীর সর্বোচ্চ সাজা হবে মৃত্যুদণ্ড। সর্বনিম্ন সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। বস্তুত, আরজি কর-কাণ্ডে একমাত্র অভিযুক্ত হিসাবে সঞ্জয়ের নাম করেছিল সিবিআই। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ (ধর্ষণ), ৬৬ (ধর্ষণের পর মৃত্যু) এবং ১০৩ (১) (খুন) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে সঞ্জয়কে।

সীমান্তে এনকাউন্টার

নিহত গোয়ালপোখর-কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সাজ্জাক আলম

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালত থেকে জেলে ফেরার পথে গোয়ালপোখরে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সাজ্জাক আলম নিহত। পুলিশের গুলিতেই মৃত্যু হয়েছে খুনের মামলায় বিচারাধীন সাজ্জাকের। শনিবার সকালে চোপড়া সীমান্ত দিয়ে পালানোর চেষ্টা করার সময়ে তাঁকে আটকাতে গুলি চালায় পুলিশ। অভিযোগ, বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করছিলেন সাজ্জাক।

গোয়ালপোখরকাণ্ডের পর উত্তরবঙ্গে গিয়ে ডিজি রাজীব হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, দুষ্কৃতীরা যদি পুলিশের উপর একটি গুলি চালায়, পুলিশ তা হলে চারটি গুলি চালাবে। ডিজির ওই হুঁশিয়ারির পর এনকাউন্টারে সাজ্জাকের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশ মহলে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

সাজ্জাকের গায়ে তিনটি গুলি লেগেছিল। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু বাঁচানো যায়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় সাজ্জাককে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। গুলি লেগেছিল তাঁর বাঁ কাঁধে, পিঠে এবং পায়ে। চিকিৎসা শুরুর পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। শনিবার সকাল ৮টা ৫ মিনিট নাগাদ তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।

সাজ্জাক একটি খুনের মামলায় বিচারাধীন আসামি ছিলেন। গত বুধবার তাঁকে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে আবার জেলে ফেরানোর সময়ে সাজ্জাক কর্তব্যরত দুই পুলিশকর্মীকে গুলি করে পালান। আদালত চত্বরে বিচারাধীন বন্দি কোথা থেকে পিস্তল পেলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ওই দুই পুলিশকর্মীকে দেখতে শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় হাসপাতালে গিয়েছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। সেখান থেকে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, 'এর জবাব আমরা দেব। আমরা সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকি। কিন্তু পুলিশ ফোর্সের উপরে কেউ একটা গুলি চালালে আমরা চারটে গুলি চালাব।' বুধবার আদালত চত্বর থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর সাজ্জাকের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁর সন্ধান দিতে পারলে পুলিশ দু'লক্ষ টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল। সাজ্জাকের আরও এক সঙ্গী আব্দুলকেও খুঁজছিল পুলিশ। তিনি সাজ্জাককে পালাতে সাহায্য করেছিলেন বলে অভিযোগ। এখনও তাঁর খোঁজ মেলেনি। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার ভোরে চোপড়া সীমান্তে পৌঁছয় উত্তর দিনাজপুর জেলা পুলিশের একটি দল। সেখান থেকে সাজ্জাককে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পুলিশের হাত ছাড়িয়ে তিনি পালানোর চেষ্টা করেন। তখনই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়।

'এনকাউন্টার ব্যাখ্যা' পুলিশকর্তা জাভেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার সময়েও শনিবার সকালে গুলি চালিয়েছিলেন সাজ্জাক আলম। বাধ্য হয়ে পুলিশকেও গুলি চালাতে হয়। সেই সংঘর্ষেই মৃত্যু হয় পলাতক বন্দির। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে 'এনকাউন্টারে' সাজ্জাকের মৃত্যু নিয়ে এমনটাই জানালেন রাজ্যের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম। তাঁর পাশে ছিলেন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার। গত বুধবার আদালত থেকে তাঁকে জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় দুই পুলিশকর্মীকে গুলি করে পালিয়েছিলেন একটি খুনের মামলায় বিচারাধীন বন্দি সাজ্জাক। জখম দুই পুলিশকর্মী এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই ঘটনার পর থেকেই সাজ্জাককে ধরার জন্য তৎপর হয় পুলিশ-প্রশাসন। উত্তরবঙ্গে যান রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারও। এর পর শনিবার সকালে জানা যায়, গোয়ালপোখর থানার সাহাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীপুরে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পালানোর সময়ে 'পুলিশি এনকাউন্টারে' নিহত হন সাজ্জাক। ঘটনাটি নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়। সেই আবহে শনিবার দুপুরে ভবানী ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ জানান, বিভিন্ন সূত্র মারফত পুলিশ জানতে পেরেছিল, সাজ্জাক বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করছেন। খবর পাওয়া মাত্রই কয়েকটি দল তৈরি করে পুলিশ। দলগুলিকে বাংলাদেশ সীমান্তের কয়েকটি পয়েন্টে পাঠানো হয়েছিল। যেমনটা ভাবা হয়েছিল, তা-ই ঘটে। সাহাপুর সীমান্ত দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিলেন সাজ্জাক। সেই সময়েই ঘটনাটি ঘটে। জাভেদ বলেন, 'সাজ্জাক আলমকে থামতে বলা হয়েছিল। পুলিশ দেখেই সে গুলি চালাতে শুরু করে। তিন-চার রাউন্ড গুলি চালায়। বাধ্য হয়ে পুলিশও গুলি চালিয়েছিল।' জাভেদ জানিয়েছেন, পুলিশের গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন সাজ্জাক। তাঁর পিঠে, গলায় এবং পায়ে গুলি লেগেছিল। কিন্তু তখনও জীবিত ছিলেন তিনি। পুলিশকর্মীরাই সাজ্জাককে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে চিকিৎসক সাজ্জাককে মৃত ঘোষণা করেন।

১২ মিনিটেই কোর্ট শেষ, রায় শুনে চিৎকার সঞ্জয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেছে শিয়ালদহ আদালত। ১২ মিনিটেই রায় ঘোষণা শেষ হয়েছে। রায় শুনে আদালতের ভিতরেই চিৎকার করতে শুরু করেন সঞ্জয়। বিচারককে তিনি জানান, তিনি নির্দোষ। তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। নিজের গলার রুদ্রাক্ষের মালার কথাও আদালত কক্ষের ভিতরে উল্লেখ করেন সঞ্জয়। বিচারক জানিয়েছেন, সোমবার বেলা সাড়ে ১২টায় তাঁর কথা শুনবেন এবং ওই দিনই সাজা ঘোষণা করা হবে।

শিয়ালদহ আদালত ভবনের তিনতলার ২১০ নম্বর কক্ষে শনিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ এজলাস বসে। সঞ্জয়কে এজলাসে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন বিচারক অনির্বাণ দাস। জানান, তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে। আদালতে বিচারকের সঙ্গে সঞ্জয়ের কথোপকথন নীচে তুলে দেওয়া হল। বিচারক আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনি ৯ অগস্ট ভোরের দিকে আরজি কর হাসপাতালে ঢুকেছিলেন। সেখানে এ দিক-ও দিক ঘোরাঘুরি করার পর এক মহিলা চিকিৎসককে আক্রমণ করেন। তাঁর মুখ চেপে ধরেন। গলা চেপে ধরেন। তাতে উনি মারা যান। আপনি যৌন হেনস্থাও করেন। বিচারক চার্জশিটে আপনাকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪, ৬৬, ১০৩(১) ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই ধারায় চার্জগঠন করা হয়েছে। যে সাক্ষীদের জেরা করা হয়েছে এবং সিবিআইয়ের আইনজীবীরা যা নথি ও তথ্য নিয়ে এসেছেন, তাতে আপনার অপরাধ প্রমাণিত। আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করা হল। বিচারক যে ভাবে আপনি গলা চেপে ধরে হত্যা করেছেন, তাতে যাবজ্জীবন বা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। আপনার এবং আপনার আইনজীবীর কথা সোমবার শুনব। সঞ্জয় আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। আমার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আছে। এই মালা পরে আমি এই অপরাধ করব? সঞ্জয় আমি ওখানে কিছু করলে আমার রুদ্রাক্ষের মালা ছিঁড়ে পড়ে যেত। আমাকে পুরো ফাঁসানো হচ্ছে। স্যর, আপনি কি বুঝতে পারছেন যে আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে? বিচারক সব সাক্ষীকে জেরা করে এবং সিবিআইয়ের তথ্যের ভিত্তিতে যা মনে হচ্ছে, তাতে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। শাস্তি আপনাকে পেতে হবে। কী শাস্তি, তা সোমবার বলব। এর পরেও আদালতে হাত জোড় করে 'স্যর' 'স্যর' বলে চিৎকার করতে থাকেন সঞ্জয়। বলেন, 'আপনি তো দোষী সাব্যস্ত করে দিলেন। আমি গরিব। আমি এই কাজ করিনি। যারা করেছে, তাদের কেন ছাড়া হচ্ছে?' এর পর আদালত থেকে একপ্রকার জোর করেই বার করে নিয়ে যাওয়া হয় সঞ্জয়কে। বিচারকের রায় শুনে কেঁদে ফেলেন নির্যাতিতার বাবা এবং মা। তাঁরা বিচারকের উদ্দেশে বলেন, 'আপনার উপর যে আস্থা আমরা রেখেছিলাম, তার পূর্ণমর্যাদা রেখেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই।' বিচারক জানান, সোমবার তাঁদের কথা শোনা হবে।

সাজ্জাকের মৃত্যুটা এনকাউন্টার নয়, খুন, রাজ্যকে তোপ শুভেন্দুর

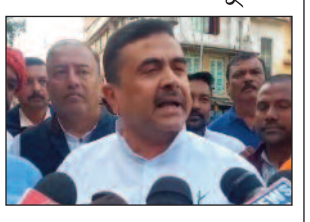

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেলের মধ্যে কোনও তৃণমূল নেতা অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র পৌঁছনোর কাজ করেছে, সেটা ধামাচাপা দিতেই সাজ্জাকের এনকাউন্টার করা হয়েছে। এটাকে এনকাউন্টার নয় খুন করা বলে। উত্তরপ্রদেশে যেখানে অপরাধ ও অপরাধীকে শেষ করার জন্য এনকাউন্টার করা হয়, এই রাজ্যে ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য এটা করা হয়েছে। এভাবেই শনিবার হাওড়াতে রাজ্য প্রশাসনকে তোপ দাগেন রাজ্যের বিরোধী দোলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি তিনি বলেন আরজিকর কাণ্ডের রায় নিয়ে আমরা আরো খুশি হতাম যদি সন্দীপ ঘোষ ও বিনীত গোয়েলকে একিউজড হিসাবে ঘোষণা করতেন আদালত। প্রাথমিক দোষী নির্ধারণ হয়েছে তবে বিচারের প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। এটা তদন্তকারী এজেন্সি ও আদালতের উপর দায়িত্ব। যাতে ফরেনসিক ও ডিএনএ রিপোর্টে যেটা উঠে এসেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে এই নারকীয় কাণ্ড একা কারোর দ্বারা সংগঠিত হয় নি। এটা নিশ্চিত একাধিক ব্যক্তির মাধ্যমেই হয়েছে। যদিও আমরা এই সাজা ঘোষণাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, এসব ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হয়ে থাকে। তবে এটা আংশিক। বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে। এই ঘটনায় সঞ্জয় রায় একা নয়, একাধিক ব্যক্তি জড়িত। তাই চিকিৎসক থেকে শুরু করে নির্যাতিতার পরিবার যে সমস্ত কথা ও তথ্য জানিয়েছেন সেগুলকেও নিষ্পত্তি করা উচিত বলে আমি মনে করি। সেক্ষেত্রে ডিএনএ ও ফরেনসিক রিপোর্টে যা যা উল্লেখ আছে সেগুলোকেও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত তদন্তকারী এজেন্সি ও আদালতের।

সীমান্তে বাংলাদেশ থেকে আক্রমণ, তেড়ে গেলেন ভারতীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদার বৈষ্ণবনগর থানার সুকদেবপুর ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তে ফসল লুঠ করাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো। শনিবার ওপার সীমান্তের বাংলাদেশিরা এপার সীমান্তে প্রবেশ করে কৃষকদের ফসল লুঠ করে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকটি সীমান্তের আম গাছও কেটে ফেলে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিএসএফের ১১৫ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানদের ঘটনাস্থলে ছুটে যেতে হয়। কিন্তু কর্তব্যরত জওয়ানদের লক্ষ্য করে ইঁট-পাথর ছোড়ে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। তাতেই দুই বিএসএফ জওয়ান জখম হন। সেই সময় মালদার সুকদেবপুর গ্রামের বাসিন্দারা হাতে বাঁশ, লাঠি নিয়ে বাংলাদেশীদের ধাওয়া করে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সীমান্তের ওপারে পালিয়ে যায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় বিজিবি (বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশ) সদস্যদের মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার সকাল ১১ টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত সুকদেবপুর সীমান্তের চলে দুই সীমান্তের বাসিন্দাদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দুই পক্ষের সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীদের শূন্যে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও বিএসএফের পদস্থ কর্তাদের উপস্থিতির পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে। কিন্তু এই ঘটনার পর এখনও থমথমে রয়েছে মালদার সুকদেবপুর ভারত - বাংলাদেশ সীমান্ত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সুকদেবপুর গ্রামের গোপাল মণ্ডল এবং তপন ঘোষের গমের জমির ফসল লুঠ করছিল বাংলাদেশীরা। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট এলাকার এক তৃণমূল দলের পঞ্চায়েত সদস্য বিনয় মণ্ডলের আমবাগান কেটে সাফ করে দেয় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। সেই সময় প্রথমেই কর্তব্যরত বিএসএফের ১১৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে জওয়ানেরা বাঁধা দেয়। তখন ওপারের একশোরও বেশি বাংলাদেশীরা ইঁট-পাথর ছুঁড়ে বিএসএফকে জখম করার চেষ্টা চালায়। এই পরিস্থিতির বিষয়টি সীমান্তের এপারে গ্রামবাসীদের নজরে আসতেই হাতে বাশ, লাঠি নিয়ে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের ধাওয়া করা হয়। তখনই মুহূর্তের মধ্যে দুই প্রান্তের বাসিন্দাদের মধ্যে গোলমাল বেঁধে যায়। যদিও পরে বিএসএফের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

বৈষ্ণবনগর থানার বাখরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকদেবপুর এলাকার তৃণমূল দলের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য বিনয় মণ্ডল বলেন, এদিন শতাধিক বাংলাদেশীরা সুকদেবপুরের সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে গ্রামের দুই বাসিন্দা গোপাল মণ্ডল ও তপন ঘোষের জমির ফসল লুঠ করেছিল। শুধু তাই নয়, ওরা আমার বাগানের পনেরোট আম গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছিল। তখনই সীমান্তে বিএসএফের ১১৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কর্তব্যরত জওয়ানেরা প্রতিবাদ জানিয়ে বাঁধা দেয়। কিন্তু সেই সময় বিএসএফকে লক্ষ্য করে ইঁট-পাথর ছোঁড়া হয়। তাতে দুই বিএসএফ জওয়ান জখম হন। এরপরই সুকদেবপুরের গ্রামবাসীরা হাতে বাঁশ-লাঠি নিয়ে সীমান্তে ছুটে যায়। ধাওয়া করা হয় বাংলাদেশিদের। এদিকে বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই সীমান্তের কৃষকদের মধ্যে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়েছিল । ওপার সীমান্তের কিছু মানুষ এপারে ফসল লুঠ করার চেষ্টা চালায়। সেই থেকে গোলমালের সূত্রপাত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Bimal Chandra Dhar, s/o Debendra Dejoy Dhar, faith Hindu occupation business, residing at The Modern Guinea House, 85 Bepin Behari Ganguly Street, Bowbazar, Kolkata 700012. Vide affidavit No 1664 dt 17th Jan 2025, at Judicial Magistrate Court Alipore Kolkata, mentioned that the Bimal Dhar and Bimal Chandra Dhar is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Goutam Singh S/O Late Rabindra Singh Aged about 45, by Faith-Hindu, Residing at 22/1A Maszid Bari St., Kolkata-700006, W.B. do hereby solemnly affirm and declare that Rohan Singh is my Son who was born on 28/01/2002 of A.M.M.H of 109 B.K. Pal Avenue, Kolkata-700005 and Birth Certificate has been issued by C.M.C being no. 42862, Registration No. O/95/02, Dated 28/01/2002 but where my said sons name recorded as Rohan Kumar Singh that Rohan Singh and Rohan Kumar Singh identically refer to my said son is one and some identical person, not are any different person.

নাম-পদবী

আমি Abinash Chandra Biswas S/O-Lt. Amulya Kumar Biswas ঠিকানা Anupnagar, P.O-Parlalpur, P.S-Baishnabnagar, Dist- Malda, Pin- 742202, W.B গত ১৩/১২/২৪ তারিখে Judicial Magistrate, Malda এর এফিডেভিট বলে Abinash Chandra Biswas S/O- Lt. Amulya Kumar Biswas এবং Biswajit Biswas S/O- Amylya Kumar Biswas একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তার নামা

সেলাউদ্দিন শা পিতা সাহাবুল শা, সাং- দাইড় পাড়া, পোঃ- জয়কৃষ্ণপুর, থানা- জলঙ্গী, জেলা মুর্শিদাবাদ। বিগত ইংরেজী ২০/১১/২০২৩ তারিখ ডি.এস. আর-২ মুর্শিদাবাদ রেজিস্টার অফিসে ১ নং বাহির ৮৪৮৫ নম্বর দলিল মূলে আমাকে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার অনুযায়ী ১/ নৃপেন্দ্রনাথ মিস্ত্রি পিতা নাথ মিস্ত্রি। ২/ বিপ্লব নৃপেন্দ্রনাথ মিস্ত্রি পিতা নৃপেন্দ্রনাথ মিস্ত্রি মৃত শ্রী রেবতী কুমার সরকার ওরফে রেবতী কুমার মিস্ত্রি মৃত্তান্তে ওয়ারিশ সূত্রে জে. এল- ২৯ নম্বর জয়কৃষ্ণপুর মৌজার দাগ নং এল, আর- ৫৯৭, ৬২৯, ৬৩২, ৫২৫, ৫৩৩, ৫৬১, ৫৬০, ৫৪৮, ৫০৯, ৫২১ এবং জে. এল- ২৮ নম্বর নন্দলালপুর মৌজার দাগ নং এল, আর ২৪, ২৫, এর তার নিজস্ব খতিয়ান এর সমস্ত সম্পত্তির আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এতদারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে উক্ত সম্পত্তিতে কাহার ও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার জন্য এক মাসের মধ্যে জলঙ্গী বি. এল অ্যান্ড এল.আর. ও (BL & LRO) অফিসে যোগাযোগ করুন।

ইতি-
সেলাউদ্দিন শা

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত।
২০২৩ সালের ৯৫নং মিস কেস মোকর্দ্দমা।
দরখাস্তকারী: সঙ্গীতা চ্যাটার্জ্জী, পিতা- শান্তিময় চ্যাটার্জ্জী, স্বামী-মৃত সুতনু চক্রবর্ত্তী, সাকিম- জলাঘাটা সিঙ্গুঁর, থানা- সিঙ্গুঁর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২৪০১।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী সঙ্গীতা চ্যাটার্জ্জী তাহার কন্যা নাবালিকা **স্নেহাঙ্গী চক্রবর্তীর** তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের নিমিত্তে অত্র আদালতে ২০২৩ সালে ৯৫ নং মিস কেস মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়া অত্রাদালতে বিক্রয়ের অনুমতি চাহিয়াছেন। তপশীল লিখিত সম্পত্তি যাহা জেলা- হুগলী, থানা- সিঙ্গুঁর, জে,এল, নং ৭৯, মৌজা- জলাঘাটা, এল,আর, খতিয়ান নং - ১৬৭৬/১ এল,আর দাগ নং-২৭৭৩/৫২৪১, পরিমাপ ১.৩৩ শতক তাহার উপরিস্থিত দ্বিতল বাটি হইতেছে।

এক্ষনে কোন স্বার্থ যুক্ত ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারীর দ্বারা হাজির হইয়া নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিবস মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শিবাজী দাস (উকিলবাবু)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে জানুয়ারি। ৫ ই মাঘ, রবি বার, পঞ্চমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি, গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন। যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ীদেড় নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে। আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখ বর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী।মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমত্যা কল্যানী দে ধর স্বামী ৺চঞ্চল কুমার দে সাকিম বাঁশবেড়িয়া বেনিয়া লেন, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, হাল সাকিম মেরিয়া, আকনা, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮, **২)আল্পনা দে, ৩)কল্পনা দে,** ২ ও ৩ নং এর পিতা ৺রাম মোহন দে, ২ ও ৩ নং এর সাকিম মেরিয়া, আকনা, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮, **৪)শ্রীমতী অপর্ণা মিত্র** স্বামী সদানন্দ মিত্র, সাকিম ১২ বি/৪ এ ধরমতলা রোড, কসবা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭০০০৪২, **৫)শ্রী হারাপদ মুস্তাফী** পিতা গোপাল চন্দ্র মুস্তাফী, সাকিম সমবায় পল্লী, দূর্গাপুর, বালি, হাওড়া-৭১১২০৫, **৬)শ্রীমতী নিপা বিশ্বাস** স্বামী ভাস্কর বিশ্বাস সাকিম ঝিলপাড়, দূর্গাপুর, বালি, হাওড়া-৭১১২০৫ মহাশয়গণ বিগত ইং 25/07/2022 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-9123/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদিগকে (**১)শ্রী মনোজ সিং** পিতা গোবিন্দ সিং সাকিম ডালিম্বা, আকনা, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮ ও **২)শ্রী গনেশ চন্দ্র পাল** পিতা কালাচাঁদ পাল সাকিম পালপাড়া দূর্গা মন্দির, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে বিক্রয় করিতেছি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা মেরিয়া, ৩৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৪৫ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ২৪৩১ নং দাগে শালি জমি, ষোল আনায় ০.৪০ একর বা ৪০ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমরা উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-

১)শ্রী মনোজ সিং, ২)শ্রী গনেশ চন্দ্র পাল
আমমোক্তারদ্বয়

বিজ্ঞপ্তি

শক্তিনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজি নং ০৫/এন তাং- ৭/০৪/১৯৫৬
টি.ডি. ব্যানার্জী রোড শক্তিনগর নদিয়া
নোটিশ

তাং ১৭/০১/২০২৫
বিষয় চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

এই সমবায় সমিতির সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে পরিচালক মন্ডলি নির্বাচনের জন্য সমিতির চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা সমিতির নোটিশ বোর্ডে ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ জায়গায় টানানো থাকবে।

Assistant Returning Officer
Shaktinagar S.K.U.S. Ltd.
17/01/25

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমার মক্কেল, অনিতা রায়, স্বামী- প্রহ্লাদ রায়, সাং-১১ নং স্টেশন রোড, শান্তিকানন, পোঃ ও থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন নং- ৭৪২১০১, গত ইংরাজী ১৭/০২/২০১৭ তারিখে স্বপন ঠাকুর, পিতা- মৃত শম্ভুনাথ ঠাকুর, সাং-১১ নং স্টেশন রোড, শান্তিকানন, পোঃ ও থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন নং- ৭৪২১০১, এর বরাবর একখানি আমমোক্তারনামা (General Power of Attorney) দলিল যাহার নং- IV-24/2017 রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন। অতঃপর উক্ত IV-24/2017 নং দলিল সাপেক্ষে গত ইংরাজী ০৮/০১/২০২৫ তারিখে একখানি আমমোক্তার বাতিল নামা দলিল সম্পাদন করিয়াছেন যাহার নং- IV-001/25, উক্ত দলিল বলে আমমোক্তারনামা খানি বাতিল হইয়াছে।

Md. Saharul Hossain
Advocate
LL.B.,
Advocate
Judges & Criminal Courts
Berhampore, Murshidabad
En No.-F/1849/1956 of 2016

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা দীপক কুমার দেবনাথ, দীনেশ দেবনাথ, স্বপন দেবনাথ ও তপন দেবনাথ সকলের পিতা মৃত গোপাল দেবনাথ , সর্ব সাং বিপ্রনগর জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধী১৫নং তিওরখালি মৌজার এল আর-২৬৩৯নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ১৬৯নং দাগের ০১.১৫ শতক ,এল আর ২৬৪১ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ১৬৯ দাগের ০১.১৫ শতক ও এল আর ২৬৩৬ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ১৬৯ দাগের ০.১৭৫ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১৩/১২/২০২১তারিখে এ ডি এম আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৩৫০ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং- বিপ্রনগর জেলা-নদীয়া নিবাসী শ্রীমতি লক্ষ্মী দেবনাথ, স্বামী বিমল দেবনাথ ও চম্পা দেবনাথ স্বামী শুকদেব দেবনাথ এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং- ১৬/০১/২০২৩ তারিখে ডি এম আর নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ৫৩১ নং দলিল দ্বারা সাং -দূর্গাপুর দেশবন্ধু নগর কলোনী, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান নিবাসী ব্রহ্মানন্দ সরকার পিতা -অতুল কৃষ্ণ সরকার -কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা দীপক কুমার দেবনাথ, দীনেশ দেবনাথ, স্বপন দেবনাথ ও তপন দেবনাথ সকলের পিতা মৃত গোপাল দেবনাথ , সর্ব সাং বিপ্রনগর জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধী১৫নং তিওরখালি মৌজার এল আর-২৬৩৯নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ১৬৯নং দাগের ০১.১৫ শতক ,এল আর ২৬৪১ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ১৬৯ দাগের ০১.১৫ শতক ও এল আর ২৬৩৬ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ১৬৯ দাগের ০.১৭৫ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১৩/১২/২০২১তারিখে এ ডি এম আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৩৫০ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং- বিপ্রনগর জেলা-নদীয়া নিবাসী শ্রীমতি লক্ষ্মী দেবনাথ, স্বামী বিমল দেবনাথ ও চম্পা দেবনাথ স্বামী শুকদেব দেবনাথ এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং- ১৬/০১/২০২৩ তারিখে ডি এম আর নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ৫৩৬ নং দলিল দ্বারা সাং -বিড়াবল্লভ পাড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা নিবাসী রতন সরকার পিতা- শিবপদ সরকার -কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা শম্ভুনাথ কুন্ডু পিতা তারকনাথ কুন্ডু ও নির্মলেন্দু পোদ্দার পিতা নিত্যানন্দ পোদ্দার সাং নবদ্বীপ মহাপ্রভু পাড়া লেন ও নবদ্বীপ মাথাপুর রোড চটীর মাঠ পালপাড়া জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৪ নং গঙ্গাপ্রসাদ মৌজার এল আর-২১৩৬৪ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ১৫৭৬ নং দাগের ১.৬০ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২১/০২/২০২৪ তারিখে এ ডি এম আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫৬৭ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং-নবদ্বীপ রানীর চড়া চাকী পাড়া জেলা- নদীয়া নিবাসী নিতাই সাহা পিতা মৃত শান্তি রঞ্জন সাহা-এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং- ১৩/০৬/২০২৪ তারিখে এ ডি এম আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ১৮৮৩ নং দলিল দ্বারা সাং- নবদ্বীপ চটিরমাঠ পালপাড়া,জেলা নদীয়া নিবাসী দিব্যেন্দু পোদ্দার,পিতা- নিত্যানন্দ পোদ্দার -কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, মৌজা-রাজগ্রাম, J.L. NO- 196 L.R. Plot No- 296 এর মধ্যে ১) সন্তোষ সাঁতরা, পিতা-৺প্রভাস সাঁতরা ২) মনোরঞ্জন সাঁতরা, ৩) চিত্তরঞ্জন সাঁতরা, ৪) নিরঞ্জন সাঁতরা এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সুভাষ প্রসাদ গুপ্তা পিতা- রাজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা মহাশয়কে IV-123/15 নং আমমোক্তা অনুসারে ২২/০৭/২০১৫ তারিখে এবং বন্দনা ভৌমিক, স্বামী- নিমাই ভৌমিক এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার মনোরঞ্জন সাঁতরা, পিতা- অমূল্য রতন সাঁতরা মহাশয়কে IV-131/11 নং আমমোক্তার অনুসারে ২৪/০৫/২০১১ তারিখে বিক্রয় করার জন্য অনুমতি দেয়। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারো কোন আপত্তি থাকলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে লিখিত ভাবে জানাতে অনুরোধ করা হইতেছে, নতুবা কাহারো কোন আপত্তি গ্রহ্য হইবে না।

Tarakeshwar Chatterjee
Advocate
Midnapore Judge Court
F-1190/591/2005
M-9733806771/ 9474061761

হারানো প্রাপ্তি

আমি শ্রী সুরজিত বিশ্বাস, পিতার নাম-স্বর্গীয় প্রশান্ত বিশ্বাস ও মায়ের নাম-মিঠু বিশ্বাস, ঠিকানা- Mahajati 1st Lane, Nimta, Kol-49 (Ward No.23), ১৩.০১. ২০২৫ তারিখ বেলা ১.৩০ নাগাদ বিরাটী থেকে মাঝেরহাটী আসার পথে আমার একটি ব্যাগ হারিয়ে যায়, ব্যাগের ভিতরে আমার জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পত্র ছিল। যেমন- বাড়ির দলিল (No.6776/2011, 1-67423/2011, CD Volume No.21, Page from 9528 to 9545, being No.07423 for the year 2011, বাবার Death Certificate (No.D/2023/0466857), Legal heirs Certificate-NDDM/Fstt/2272, Municipality Mutation-Prasanta Biswas, Municipality Building Plan- Prasanta Biswas. আরও বিবিধ নথিপত্র। বিস্তারিত জানিয়ে ১৪.০১.২০২৫ তারিখ নিমতা থানায় একটি জিডিই (নং-৯১৯) দায়ের করি। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত নথিসমূহ পেয়ে থাকেন তাহলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করলে উপকৃত হব।

স্বাঃ/-
সুরজিত বিশ্বাস
Mobile: +917980341339

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে পদ্ধতিগত জটিলতার অবসান ঘটাতে নতুন ব্যবস্থাগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অংশীদারী নিয়ে পদ্ধতিগত জটিলতার অবসান ঘটাতে নতুন ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। ওইসব প্রকল্পে দ্রুত বরাদ্দের যোগান সুনিশ্চিত করতে একটি নতুন ব্যবস্থাপনা তৈরি করা হয়েছে যার নাম রাখা হয়েছে এসএনএস স্পর্শ। নতুন এই ব্যবস্থা চালু হলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অর্থের যোগানে পদ্ধতিগত জটিলতার অবসান হবে। পাশাপাশি নতুন ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনের রাজ্য সরকার নির্ধারিত বরাদ্দের উপরে প্রয়োজন মতো বরাদ্দ বা টপ আপ করতে পারবে। এর ফলে সরকারি প্রকল্পে বরাদ্দের ব্যবস্থাপনা এবং অপব্যবহার আটকাতে নজরদারিতেও গতি আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি এক প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ খরচ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অব্যবহৃত বরাদ্দের পরিমাণ নিয়েও তিনি বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেন। তারপরেই প্রকল্প রূপায়ণের কেন্দ্রীয় রাজ্য অংশীদারি জটিলতা কাটাতে উদ্যোগী হয়েছে অর্থ দফতর। নয়া ব্যবস্থাপনা চালু হওয়ার পর আগামী বছরের রাজ্য বাজেটে চালু কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের বরাদ্দের পরিমাণ আর আলাদা করে উল্লেখ করা হবে না। রাজ্যের অর্থ সচিব প্রভাত কুমার মিশ্র সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন ওই সব প্রকল্পে রাজ্য ও কেন্দ্রের বরাদ্দের কথা উল্লেখ করার আর প্রয়োজন নেই।

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে কালোবাজারি রুখতে কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার বাড়ি প্রকল্পে উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরি করতে ইট, বালি, সুড়কি,সহ অন্যান্য সামগ্রী স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সব জেলা শাসকদের এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন। এই প্রকল্পের প্রথম দফার টাকা কিছু ভূমিহীন উপভোক্তা ছাড়া সবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গিয়েছে। বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন সেই উপভোক্তারা। এই অবস্থায় বাড়ি তৈরির সামগ্রী নিয়ে যাতে কেউ কালোবাজারি করতে না পারে তার জন্য সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। জোগানে টান পড়লে উপভোক্তারা বেশি দাম দিয়ে ইট বালি কিনতে বাধ্য হবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট নির্দেশ, এই রকম পরিস্থিতি যাতে কোনওভাবেই তৈরি না হয় সে বিষয়ে প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে। সেই সঙ্গে যে ভূমিহীন উপভোক্তাদের জমি নেই বলে টাকা দেওয়া যায়নি, তাঁদের

জন্য অবিলম্বে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে বলা হয়েছে জেলা শাসককে। পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে খবর, ১২ হাজার জমিহীন উপভোক্তা রয়েছেন। বাংলার বাড়ির প্রকল্পের পাশাপাশি এদিন দুয়ারে সরকার শিবিরের প্রস্তুতি নিয়েও বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, খোলা জায়গায় শিবির করতে হবে। যাতে জন সমাগম হলে কোনও সমস্যা না হয়। পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিবির, আধার সংযোগ ক্যাম্প, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার ক্যাম্পের ব্যবস্থাও যাতে করা যায়।

২১ লক্ষ কৃষক বাংলা শস্য বিমার আওতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: এপর্যন্ত রাজ্যের ২১ লক্ষ কৃষক বাংলা শস্য বিমার আওতায় এসেছেন। এখন রবি শস্যের মরশুম। এই মরশুমে কৃষকদের নতুন করে বাংলা শস্য বিমার আওতায় আনার কাজ শুরু হয়েছে। চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। কৃষি দপ্তরের সচিব ওঙ্কারসিং মিনা, সহ দফতরের সব আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশ, ৩১ জানুয়ারির মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি কৃষককে শস্য বিমার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। পরে তিনি বলেন, 'দেশের মধ্যে একমাত্র আমাদের রাজ্যই কৃষকদের জন্য বিমার প্রিমিয়াম দিচ্ছে। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই ৩৫০কোটি টাকা প্রিমিয়াম দিয়েছে রাজ্য সরকার।'

বাল্য বিবাহ রুখতে ও স্কুল ছুট কমাতে খেলার প্রশিক্ষণ

বনস্পতি দে, পুরশুড়া

স্কুলের নাবালিকা ছাত্রীরা স্কুলছুট হয়ে বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল। নাবালিকা বিয়ে রুখতে ও স্কুল ছুট কমাতে খেলাধুলাকে হাতিয়ার করেছিল স্কুল। কয়েক বছর আগের এই সিদ্ধান্ত তৈরি করেছেন নতুন নজির। এই উদ্যোগের সফল রূপায়ণে ঘটিয়ে এলাকায় দৃষ্টান্ত পুরশুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামের ভাঙামোরা সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়।পড়াশোনার পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন খেলাধুলার প্রশিক্ষণ দেওয়ায় স্কুলে আসার প্রতি উৎসাহ বাড়ছে ছাত্রীদের। এমনকী এবছর স্কুলের তিন ছাত্রী রাজ্য ও দেশীয় স্তরের গেমসে সাফল্য পেয়েছে।

আরামবাগের প্রত্যন্ত গ্রাম পুড়শুড়া, তারও প্রত্যন্ত এলাকা ভাঙামোরা। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার ভবিষ্যৎ নিয়ে ততটা আগ্রহী ছিলেন না অভিভাবকরাও। তাই দিন দিন বাড়ছিল স্কুলছুটের সংখ্যা। স্কুল ছুট ছাত্রীদের আটকাতে একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছিল স্কুল। অবশেষে খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখী করতে পেরেছে ভাঙামোরা সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়। এলাকার মধ্যে মেয়েদের স্কুল হিসেবে বর্তমানে দারুণ খ্যাতি অর্জন করেছে এই স্কুল। তবে এর পিছনে রয়েছে খেলাধুলায় মজার রহস্য। খেলার মজাতেই স্কুলমুখী করে তোলা গেছে গ্রামের ছাত্রীদের। দশম শ্রেণীর ছাত্রী নন্দিনী সাঁতরা ন্যাশনাল স্কুল গেমসে লংজাম্পে তৃতীয় হয়েছে। আরামবাগের পুরশুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম ভাঙামোরা। এখানকার অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া ছিল এখানকার অন্যতম 'ব্যধি'। তবে বর্তমানে খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়ায় সেই প্রবণতায় অনেকটাই রাশ টানা গিয়েছে বলেই শিক্ষিকাদের দাবি। এমনকী বর্তমান ডিজিটাল যুগে ছাত্রীদের মোবাইলের প্রতি আসক্তি কমেছে, বেড়েছে খেলার প্রতি ঝোঁক। প্রত্যন্ত গ্রামের এই স্কুল অন্যান্য স্কুলকেও পথ দেখাচ্ছে।

পাকিস্তানের হাতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দেখছেন গাওস্কর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে ভারত। ফেব্রুয়ারি মাসে হবে সেই প্রতিযোগিতা। এ বারের প্রতিযোগিতার আয়োজক দেশ পাকিস্তান। সেই প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানকেই সম্ভাব্য জয়ী হিসাবে দেখছেন সুনীল গাওস্কর। অন্য দিকে আবার রোহিত শর্মাদের দল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ইরফান পাঠান।

গাওস্করের মতে, আয়োজক দেশ হিসাবে সুবিধা পাবে পাকিস্তান। যে সুবিধা ২০২৩ সালে ভারত পেয়েছে, সেই সুবিধার কথাই তুলে ধরেছেন তিনি। গাওস্কর বলেন, পাকিস্তানকেই ফেভারিট হিসাবে ধরছি। কারণ, ওদের মাঠে ওদের হারানো সহজ নয়। ২০২৩ সালে ভারত ফাইনালে হেরেছিল। কিন্তু তার আগে ঘরের মাঠে কেউ ভারতকে হারাতে পারেনি। টানা ১০টা ম্যাচ ওরা জিতেছিল। সেই কারণেই পাকিস্তান আমার বাজি।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলে ছয় বিশেষজ্ঞ ব্যাটার, এক উইকেটরক্ষক, চার অলরাউন্ডার, এক বিশেষজ্ঞ স্পিনার ও তিন পেসার রয়েছে। পেসারদের মধ্যে আরশদীপ সিংহের অভিজ্ঞতা কম। জসপ্রীত বুমরাহের খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। মহম্মদ শামি আবার চোট সারিয়ে সবে ফিরেছেন। পাঠানের মতে, বেশি পেসার নিলে ভাল করত ভারত। দুবাইয়ের পরিস্থিতির কথা বিচার করে এই কথা বলেছেন তিনি। পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক দেশ হলেও ভারত তাদের সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলবে। তারা ফাইনালে উঠলে সেই ম্যাচও দুবাইয়ে হবে। সেটা দল নির্বাচনের সময় মাথায় রাখা উচিত ছিল বলে মত পাঠানের। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেন, ন্দুবাইয়ের মাঠে পেসারেরা অনেক সুবিধা পায়। পিচে পড়ে বল বেশি লাফায়। তাই ভারতের উচিত ছিল বেশি পেসার নেওয়া। এই বিষয়টা নির্বাচকদের মাথায় রাখা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। যদিও পাঠানের থেকে ভিন্ন যুক্তি শোনা গিয়েছে অধিনায়ক রোহিত শর্মার কথায়। তাঁর মতে, ভারসাম্য বজায় রেখেই দল গড়েছেন তাঁরা।

ছোটদের মুখে হাসি ফোটাতে উপহার তুলে দিলেন সিএবি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভবানীপুরে পদ্ম পুকুর রোডে হাজারখানেক শিশুর প্রাণখোলা আনন্দ। তার কারণ আছে। কারণ নতুন ব্যাগ, পেন্সিল, খাতা , বই উপহার পেয়েছে তারা। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলী, ক্রীড়া প্রশাসক ও পুরপিতা বিশ্বরূপ দে'র উপস্থিতিতেই পাশে থেকে তাদের মুখে হাসি ফোটাল আদি ভবানীপুর সেবা সংঘের সদস্যরা। একটু অন্যরকম ভাবনা। একটু অন্যভাবে জীবন কাটানোর ইচ্ছেতেই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগী হন কয়েকজন বন্ধু। জয়া মিত্রের উৎসাহেই মানুষের পাশে থাকার উদ্যোগের শুরু আদি ভবানীপুর সেবা সংঘের সদস্যদের। উৎসাহ জুগিয়ে পাশে থেকেছেন জিমি টাঙরি। এরপর একে একে আসেন সবাই। নয় নয় করে ২৬বছর হয়ে গেল। যাঁরা সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কথা ভাবে। তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করে আদি ভবানীপুর সেবা সংঘ। রক্তদান থেকে চিকিৎসা পরিষেবা, সারা বছর

ধরেই নানা উদ্যোগ নিয়ে থাকে আদি ভবানীপুর সেবা সংঘ। এবার নতুন বছরে শিক্ষার্থীদের মুখে হাসি ফোটালেন তারা। বিশিষ্টজনেদের উপস্থিতিতে প্রায় হাজার খানেক ছোটদের মুখে ফুটল হাসি। নতুন ব্যাগ, পেন্সিল, খাতা, বই পেয়ে হাসিতে উজ্জ্বল তাদের চোখ-মুখ ।তাদের হাসিমুখ দেখে স্বভাবতই খুশি আয়োজক বাপী চৌধুরী। এটাই তো চেয়েছিলেন তাঁরা। ২৬তম বর্ষে তাদের এই মহান উদ্যোগকে কুর্নিশ জানাতে হাজির থাকতে দেখা যায় সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলি, অভিনেতা তথা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী, প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরশিষ লাহিড়ী, স্থানীয় পুরোপিতা অসীম বসু। এসেছিলেন ক্রীড়া সংগঠক ও পুরপিতা বিশ্বরূপ দে সহ অন্যরা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আদি ভবানীপুর সেবা সংঘেরর সভাপতি নীলাঞ্জন মিত্র ও চেয়ারম্যান অসীম কুমার বসু। এই মহান উদ্যোগে সচিব তাপস ঘোষ, চাটার্ড অ্যাকাউটেন্ট রীতেশ সাহা,সহ সভাপতি অশোক মিত্র, অ্যাডভাইজার অশোক বর্মা, রবীন্দ্র জৈন, কনভেনার বাপী চৌধুরীরা তো ছিলেনই। জয়রামবাটিতে মায়ের বাড়িতে প্রায় শ'পাঁচেক দুঃস্থ বাচ্চা বড় হচ্ছে, পড়াশুনো করছে। বিশ্বরূপ দে'র আবেদনেই ফেব্রুয়ারি মাসে সেখানেই ছোটদের জন্য শিক্ষাসামগ্রী দান করতে যাবেন আদি ভবানীপুর সেবা সংঘের সদস্যরা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ২০২৫, ৫ মাঘ, রবিবার

রায় ঘোষণার পর বিচারককে ধন্যবাদ নির্যাতিতার বাবা-মায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে রায়দানের সময় আদালতে হাজির ছিলেন নির্যাতিতার বাবা মা এবং পরিবারের সদস্যরাও। শনিবার আদালত সঞ্জয় রাইকে দোষী সাব্যস্ত করার পর বিচারক অনির্বাণ দাসকে ধন্যবাদ জানান নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা-মা।

মেয়ের জন্য বিচার চেয়ে গত পাঁচ মাস ধরে লড়াই করছেন নির্যাতিতার বাবা-মা। অবশেষে শনিবার আরজি কর কাণ্ডে চিকিৎসককে ধর্ষণ খুনের ঘটনায় রায় ঘোষণা করে আদালত। যদিও সেই রায় ঘোষণার আগে সিবিআই-এর বিরুদ্ধেই বিস্ফোরক অভিযোগ করতে দেখা যায় নির্যাতিতার বাবাকে।

অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় দোষী সাব্যস্ত হবে কি হবে না, আদালতে তা ঘোষণার আগের মুহূর্তেও তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে একরাশ প্রশ্ন এবং অভিযোগে সরব হতে দেখা যায় তাঁকে। এরই পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, সিবিআই-এর পক্ষ থেকে তাঁদের সঙ্গে কার্যত কোনও যোগাযোগই রাখা হয় না। এমনকি, শেষ কয়েকদিন আদালতে বিচারপ্রক্রিয়া কীভাবে এগিয়েছে, তা নিয়েও কোনও ধারণা নেই তাঁদের। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'আমাদের আইনজীবী এবং সিবিআই আমাদের আদালতে যেতে নিষেধ করেছে। ফলে শেষ কয়েকদিন আদালতে কী হয়েছে, আমরা কিছুই জানি না। সিবিআই কোনওদিনই আমাকে কোথাও ডাকেনি। শুধু আমরা তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে জানতে চাইলে তাঁরা আমাদের বাড়িতে দু-একবার এসে জানিয়েছেন তদন্ত চলছে।'

নির্যাতিতার বাবারও আরও দাবি, 'আমার মেয়ের ঘাড়ের কাছে একাধিক কামড়ের দাগ ছিল। কিন্তু সেখান থেকে লালার নমুনা সংগ্রহ করা হয়নি। ময়না তদন্তের রিপোর্টেও কোনও জোরাল প্রমাণ নেই।

সিবিআই খুব বেশি কিছু করেনি। এই ঘটনায় বড় কেউ অবশ্যই জড়িয়ে রয়েছে। ডিএনএ রিপোর্টে ঘটনাস্থলে চারজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলার উপস্থিতির উল্লেখ রয়েছে। আমরা চাই এই ঘটনায় জড়িত প্রত্যেকের শাস্তি হোক।'

'৯ অগাস্ট আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ করে খুন করা হয় ওই চিকিৎসক পড়ুয়াকে। তদন্তে নেমে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মূল অভিযুক্ত হিসেবে সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করে পুলিশ।

যদিও প্রথম থেকেই কলকাতা পুলিশের তদন্তে অনাস্থা প্রকাশ করে নির্যাতিতার পরিবার। এরপরই ঘটনার তদন্তভার যায় সিবিআই-এর হাতে।

এরপর এদিন বিচারক রায়দান শেষ করার পরই উঠে দাঁড়ান নির্যাতিতার বাবা। বিচারক অনির্বাণ দাসের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনার উপর ভরসা রেখে ছিলাম। আপনি পূর্ণমর্যাদা দিয়েছেন।' এ কথা বলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। এরপরই আসন ছেড়ে উঠে যান বিচারক।

আদালতের বাইরে এসেও নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'বিচারের প্রথম সিঁড়ি আজকে আমরা পার করেছি। যাতে আমরা দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠতে পারি, তার উনি এরকমই কিছু একটা রায় দেবেন, আমাদের এই বিশ্বাস ছিল।' একইসঙ্গে এও বলেন, 'বিচারককে ধন্যবাদ দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, যেভাবে বিচারক এই বিষয়টিকে দেখেছেন তাতে আমরা ওনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

আইনের ওপর কেউ নয়, জানালেন সঞ্জয়ের দিদি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৫৯ দিন শুনানি শেষে শনিবার শিয়ালদা আদালতে বিচারক অনির্বাণ দাসের এজলাসে দোষী সাব্যস্ত, করা হয়েছে আরজি করে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে। তবে এদিন সকাল থেকেই টিভির পর্দায় নজর রেখে ছিলেন ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের এক দিদি। সকাল থেকে রায়ের অপেক্ষায়। সত্যিই তাঁর ভাই দোষী কি না জানেন না তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'ঠিক জানি না। টিভিতেই সব দেখছি।' সঙ্গে এও বলেন, ২০০৭ সালে তাঁর বিয়ে হয়। তারপর থেকে বাপের বাড়ির সঙ্গে তেমন যোগাযোগ ছিল না। তবে তাঁর ভাই এমন নৃশংস কাজ করতে পারেন কি না তা না জানলেও এটা স্বীকার করেন ভাই মদ্যপান করত। সঙ্গে এও জানান, 'ছোটবেলায় আর পাঁচটা বাচ্চার মতো সাধারণই ছিল।' এমনকী মহিলাদের উত্যক্ত করার অভিযোগও ছিল না। তারপর তাঁর ভাই ধীরে ধীরে বদলে গিয়েছেন কি না, তা নিয়ে বিশেষ কিছু বলতে পারেননি তিনি।

দিনশেষে ভাই দোষী সাব্যস্ত, হওয়ার পরেই সঞ্জয়ের দিদি বলেন, 'আইনে যা প্রমাণিত হয়েছে, সেই অনুযায়ী আদালত জানিয়েছে।' এই দিন আদালতের এজলাসে দাঁড়িয়ে বার বার নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছে সঞ্জয়। তাকে বলতে শোনা যায় ধর্ষণের ক্ষেত্রে যদি ধস্তাধস্তি হয় তবে তাঁর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ছিঁড়ে যেতে পারত। সেই প্রসঙ্গে সঞ্জয়ের দিদি বলেন, 'রুদ্রাক্ষের ব্যাপারে আমি জানি না। অনেক দিন ওর সঙ্গে দেখা হয়নি।'

সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন কি না সে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এখন আর কী করতে যাব? আইন যা বলবে তা-ই ঠিক। আইনের যা মনে হবে, আইন তাই করবে। আইনের উপরে কেউ নয়। তাই, আমি বলার কেউ নই। আইনের মনে হলে ফাঁসি দেবে। তবে আমি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করব না। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। এটা হওয়া উচিত ছিল না। তবু হল।'

আরজি করের রায় ঘোষণা, বিরোধীদের বিঁধলেন কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৯ অগাস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে ধর্ষিত এবং খুন হন চিকিৎসক পড়ুয়া। এই ঘটনায় উত্তাল হয় গোটা দেশ। আরজি কর মামলায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রাইকে। পরে হাইকোর্টের রায়ে আরজি কর মামলা পুলিশের হাত থেকে যায় সিবিআইয়ের হাতে। অবশেষে ১৮ জানুয়ারি শিয়ালদা কোর্টে দোষী সাব্যস্ত হলেন সঞ্জয় রায়।

এই রায় প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করে কুণাল ঘোষ বলেন, 'ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় কলকাতা পুলিশ যাকে গ্রেপ্তার করেছিল সেখানে তদন্তের অভিমুখ ঠিক ছিল সেটা আবার

প্রমাণিত হল। কেউ কেউ রাজনৈতিক বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছিলেন। সিবিআই তদন্তে কলকাতা পুলিশের তদন্ত মান্যতা পেল। আজকের রায় প্রমাণ করল কলকাতা পুলিশ ঠিক। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন মৃত্যুদণ্ড হবে।'

এই প্রসঙ্গে বিরোধীদের বিদ্ধ করে কুণাল ঘোষ বলেন, 'বিরোধীরা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে নানা কথা বলে চলেছেন। আমরা গোড়া থেকে ঘটনার নিন্দা করেছি। ক্যারিয়ার, ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা করে আমাদের ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী সদিচ্ছা নিয়ে যথাযথ তদন্ত শুরু করেছিলেন। কুৎসা আর মিথ্যা যারা বলেছেন, তারা আজ বুঝতে পারছেন।'

এরই পাশাপাশি আরজি কর হাসপাতালে যা ঘটেছে তা নিয়ে যে চরম শাস্তি চায় তৃণমূল সেই কথাও এদিন স্পষ্ট করে কুণাল জানান, 'আমরা ফাঁসি চাই। আরজি করের পরেও যে ঘটনা ঘটেছে তাতেও আমরা ফাঁসি চেয়েছি। সেখানেও ফাঁসি চাই।'

রোহিঙ্গা সন্দেহে কলকাতায় আটক ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের রোহিঙ্গা সন্দেহে কলকাতায় আটক মায়ানমারের তিন বাসিন্দা। সূত্রে খ বর, শিয়ালদা স্টেশন থেকে এই তিনজনকে আটক করে জিআরপি। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কোনও পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট ছাড়াই ঢুকেছে ভারতে। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে বেআইনিভাবে ভারতে ঢোকে এরা।

এদিকে সূত্রের খবর, শুক্রবার মধ্যরাতে শিয়ালদহ স্টেশনে এক ব্যক্তি-সহ দুই মহিলার গিতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় টিকিট চেকারের। এরপর তাঁদের পরিচয়পত্র দেখতে চাইলেই সবটা সামনে চলে আসে। কোথায় যাচ্ছেন জানতে চাইলেও সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি। সন্তোষজনক উত্তর না মেলায় সন্দেহ আরও বাড়তে থাকে। এরইমধ্যে খবর চলে যায় রেল পুলিশের কাছে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ধৃত ব্যক্তির নাম আধুল রহমান। তাঁর সঙ্গে যে মহিলারা আছেন তাঁরা তাঁর পরিবারেরই সদস্য বলে জানান। স্পষ্টতই জানান, তাঁরা মায়ানমার থেকে ভারতে প্রবেশ করেছেন। পাসপোর্ট না থাকার কারণে ২০ হাজার টাকা দিয়েই ঢুকেছেন ভারতে। কিন্তু, আসলেই কোন উদ্দেশ্যে এপারে এসেছেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।

আধুলদের দলে আর কেউ আছে কিনা তা বোঝার চেষ্টা করছে পুলিশ। কোনও চক্রের সঙ্গে জড়িত কিনা তাও খতিয়ে দেখা যাচ্ছে। আদৌও রোহিঙ্গা কিনা সে বিষয়েও চলছে তদন্ত। ইতিমধ্যেই একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে। তাতে আধুলকে বলতে শোনা যাচ্ছে দিল্লিতে তাঁর দিল্লিতে কিছু পরিচিত রয়েছে। সেখানে মজদুরের কাজ করেন তাঁরা। তাঁর এ কথারও সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করছে পুলিশ।

আর জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়ার সম্ভাবনা নেই কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৪.৫ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ঘোরাফেরা করছে ৫৪ থেকে ৯৪ শতাংশের আশপাশে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী চার থেকে পাঁচদিন এই একই ছবি দেখা যাবে। এর পাশাপাশি আকাশ মোটের উপর শুষ্ক থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। একই ছবি দেখা যাবে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও।

তবে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বৃষ্টি না হলেও কুয়াশার দাপট জারি থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার দেখা মিলবে। তবে উত্তরবঙ্গের জন্য থাকছে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। ঘন কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা নামতে পারে ২০০ মিটারের নীচে। সবথেকে বেশি কুয়াশার সম্ভাবনা থাকছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে জেলাতে। তবে এই জেলাগুলিতে রবি-সোমবার থেকে কুয়াশার দাপট কিছুটা কমতে পারে। আবহাওয়া দফতর বলছে পরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকছে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। এই পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব কতটা সিকিমের উপর পড়ে তার উপর নির্ভর করছে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি।

অন্যদিকে হাওয়া অফিস বলছে শুধু রবিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আশপাশের জেলাগুলিতে সামান্য পারা পতন হতে পারে। তবে এই পারপতন বড় মাত্রায় হবে না। ফলে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা এখনই নেই। উল্টে ২৪ ঘণ্টা পর থেকে কিছুটা হলেও চড়তে পারে পারা। তবে এই একই রকমের ওঠানামা চলবে আগামী ৪ থেকে ৫ দিন।

সাজ্জাকের ঘটনায় মুখ খুলল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার সকালে উত্তর দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় সাজ্জাকের। তিনটি গুলি লাগে তার শরীরে। কোন পরিস্থিতিতে পুলিশকে গুলি চালাতে হল, ঠিক কী হয়েছিল, সেই সব তথ্য এবার সামনে আনল পুলিশ।

শনিবার দুপুরে এই ঘটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজ্য পুলিশের এডিজি আইন শৃঙ্খলা জাভেদ শামিম। তিনি জানান, এসটিএফ এবং রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা মিলে ওই আসামিকে ধরার জন্য চেষ্টা করছিল গত কয়েকদিন ধরে। আর এ কথা জানতে পারার পরই পাশের রাজ্য এবং পাশের দেশে নজরদারি চলছিল পুলিশের তরফে। এদিকে শুক্রবার বিশেষ সূত্রে খবর আসে যে এত পুলিশ দেখে অভিযুক্ত বাংলাদেশ চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। সেই মতো বাংলাদেশের সব সীমান্ত নজরদারির আওতায় ছিল। আলাদা আলাদা টিম তৈরি করে চারদিক থকে ঘিরেও ফেলা হয়।

এদিন সকাল ৭টা নাগাদ ডিআইজি রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি সুধীর নীলকান্তমের নেতৃত্বে শনিবার ধরে ফেলা হয় সাজ্জাদকে। আত্মসমর্পণ করতে বলা হয় তাকে। কিন্তু সেটা না করে সাজ্জাক গুলি করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে দাবি করে পুলিশ। এরপরই পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। হাসপাতালেই মৃত্যু হয় সাজ্জাকের। তাঁর শরীরে মোট তিন জায়গায় গুলি লেগেছে বলে দাবি পুলিশের। আপাতত আইনি প্রক্রিয়া চলছে। মোট ৮ পুলিশের টিম ছিল বলে জানা গিয়েছে। তদন্তের পর আরও তথ্য সামনে আসবে বলে জানান জাভেদ শামিম। জাভেদ এই প্রসঙ্গে এও বলেন, 'পুলিশ প্রফেশনাল। অপরাধীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হবে। পুলিশের উপর আক্রমণ হলে কীভাবে ট্যাকল করতে হয় তা পুলিশ জানে। ডিজি থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত সকলেই প্রশিক্ষিত।'

আরজি করকাণ্ডে জড়িতদের নাম জানতে চেয়ে প্রতিবাদীদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: অপরাধের মাথাদের আড়াল করা হচ্ছে। শিয়ালদা চত্বরের সামনে এই অভিযোগে প্রথম থেকেই সরব থাকতে দেখা গেছে প্রতিবাদী এবং চিকিৎসকদের। এরপর বিকেলে শিয়ালদা আদালতের সামনে থেকে শুরু হয় মিছিল 'অভয়া মঞ্চ'-র ডাকে।

কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা চার্জশিট পেশ করেছিল কেবল ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের নামে। এই সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধেই গঠিত হয়েছিল চার্জ। শনিবার রায় ঘোষণায় দোষী সাব্যস্ত কেবল সেই সিভিক ভলান্টিয়ারই। কিন্তু পরিবার থেকে প্রতিবাদী, সব অংশেরই বক্তব্য প্রকৃত বিচার মেলেনি।

শনিবার শিয়ালদা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারপতি অনির্বাণ দাস সঞ্জয়কেই দোষী সাব্যস্ত করেন। এর বাইরে কিছু হওয়ার ছিলই না এদিন। এদিকে বিচারক জানিয়েছেন সোমবার হবে সাজা ঘোষণা। সেদিনও নিজের পক্ষে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হবে সঞ্জয়কে। এরপরই আদালতের বাইরে, সম্মিলিত স্লোগানে দাবি ওঠে, আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসককে হত্যা ও ধর্ষণকাণ্ডে আর যারা ছিল তারা কোথায়।

খুন ও ধর্ষণের পাশাপাশি দুর্নীতির মামলাও রয়েছে এই আরজি কর কাণ্ড ঘিরে। রয়েছে তথ্য ও প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ। বস্তুত সিবিআই সুপ্রিম কোর্টে এই ঘটনারই শুনানিতে জানিয়েছিল যে অপরাধস্থল বদলানো হয়েছে। অর্থাৎ ৯ অগাস্ট, যে সেমিনার রুমে চিকিৎসকের দেহ মিলেছিল, সেটিই অপরাধস্থল নয়।

এদিন রায় ঘোষণার আগেই নির্যাতিতা মৃতা চিকিৎসকের মা জানিয়েছিলেন যে শিয়ালদা আদালতের রায়ে বিচার প্রক্রিয়া থামবে না। তদন্তও থেমে যাবে না। আর বাবা শিয়ালদা আদালতের বাইরে বলেছেন যে পূর্ণ বিচারের দাবিতে চলবে লড়াই।

বিচার প্রসঙ্গে আদালত চত্বরের বাইরে জুনিয়র চিকিৎসকরা জানান, এই অপরাধে জড়িত অন্যরা বিচারপ্রক্রিয়ার বাইরেই রয়েছে। তাদের অপরাধের বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

জুনিয়র চিকিৎসক ফ্রন্ট, নাগরিকদের 'অভয়া মঞ্চে'-র সঙ্গে প্রতিবাদী বিভিন্ন সংগঠন এদিন শামিল ছিলেন আদালতের বাইরে। তাঁরা বলেছেন, আরজি কর কাণ্ডে কর্মরত অবস্থায় চিকিৎসক হত্যার সঙ্গে

অপরাধচক্র এবং দুর্নীতিচক্রের যোগসাজশ বেরিয়ে এসেছিল। তা ঢাকতেই মরিয়া প্রয়াস চালিয়েছে পুলিশ এবং প্রশাসন। এছাড়াও সিবিআই-র ভূমিকাতেও কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের 'সেটিং' ধরা পড়ছে। সিবিআই চার্জশিট না দেওয়ায় জামিন মিলেছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের অভিযুক্ত প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ বা টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের। আর রাজ্য সরকার চার্জশিট দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছে না। তাঁরা মনে করিয়েছেন এই দুর্নীতিচক্রের অপরাধ ফের সামনে এসেছে মেদিনীপুর মেডিক্যালে জাল স্যালাইন সরবারহে। আর তৃণমূল সরকার এখানেও অপরাধীদের আড়াল করতে শাস্তির মুখে ফেলছে চিকিৎসকদের।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, রায় ঘোষণার পরই এদিন সঞ্জয় রায়কে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪, ৬৬ এবং ১০৩(১) ধারায়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হতে পারে সোমবার। তবে তাতেই দুর্নীতি-দুষ্কৃতীচক্রের মূল মাথাদের ধরার দাবি থেমে যাবে না। সুপ্রিম কোর্টে চলবে বিচার। বাইরে চলবে আন্দোলন শনিবারই তা স্পষ্ট হল শিয়ালদা আদালত চত্বরে।

২০ এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশের ডাক বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী নীতি, বৃহৎ পুঁজিপতি এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির অশুভ আঁতাত এবং রাজ্য সরকারের জনবিরোধী, স্বৈরতান্ত্রিক নীতি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র রক্ষা করতে ২০ এপ্রিল ২০২৫ ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিল সিআইটিইউ, সারা ভারত কৃষকসভা, খেতমজুর ইউনিয়ন ও বস্তি উন্নয়ন সমিতি।

শনিবার কলকাতার এই প্রসঙ্গে প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনও করেন সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিআইআইটিইউ নেতা অনাদি সাহু এবং সুভাষ মুখে াপাধ্যায়, কৃষক নেতা অমল হালদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এদিন বৈঠক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উদার অর্থনৈতিক নীতি, শ্রমিক কৃষক সহ দেশের সব অংশের মানুষের উপর ভয়ংকর আক্রমণ নামিয়ে আনার অভিযোগ করেন তারা। বিশেষ করে এদিনের বৈঠক থেকে জানানো হয়, গত দশ বছরে দেশের স্বনির্ভর অর্থনীতি, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, শ্রমিক শ্রেণির অর্জিত অধিকার, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্র ব্যাঙ্ক, বিমা, রেল, তৈল খনি, কয়লা, ইস্পাত, বিদ্যুৎ, বিমান বন্দর, বন্দরসহ যা কিছু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও স্ট্র্যাটিজিক ক্ষেত্র সবই আক্রান্ত। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে তুলে দেওয়া হচ্ছে না ধরনের রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা। কার্যত দেশে বিজেপি,

আরএসএস, এনডিএ জোটের সরকারের মদতে জাতীয় সম্পদের লুট চলছে। আর এই লুটের জেরে আদানি, আম্বানি সহ পুঁজিপতিরা ফুলে ফেঁপে উঠছেন।

এরই পাশাপাশি এনডিএ সরকারের আমলে কিভাবে দেশের সৃষ্ট সম্পদের বৃহৎ অংশ কুক্ষিগত করছে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি শ্রেণি এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সেই অভিযোগও তোলেন তারা। এরই পাশাপাশি পরিসংখ্যান দিয়ে তুলে ধরা হয়, কিভাবে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশ জুড়ে তীব্র বেকারি, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, মজুরি হ্রাস, কৃষকের ফসলের লাভজনক দামের আইন না করা, কৃষি উৎপাদনের ব্যয়-বৃদ্ধি, ঋণের জালে জড়িয়ে কৃষকের আত্মহত্যা, গ্রামে কৃষি শ্রমিক ও ক্ষেত মজুরদের ন্যূনতম মজুরি না পাওয়া, দুর্নীতির কারণে রাজ্যে রেগার কাজ বন্ধ হওয়া, ৬০০ টাকা মজুরি ও ২০০ দিনের কাজের দাবি না মানা, বেকার যুবক-যুবতী, শ্রমিক কৃষক, খেতমজুর সহ জনজীবনে ভয়ংকর সংকট ডেকে এনেছে। কৃষি ক্ষেত্রকে দেশি বিদেশি বহুজাতিকদের কাছে উন্মুক্ত করা, ফরওয়ার্ড ট্রেডিং থেকে অবাধ মজুদ করার অধিকার, উৎপাদন থেকে বিপণন সবই ফড়ে ও বহুজাতিক কৃষি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে পার্লামেন্টে আলোচনা না করে, শ্রমিক সংগঠন গুলির মতামতকে উপেক্ষা করে ২৯ টি শ্রম আইন সংশোধন করে চারটি শ্রম কোড তৈরি করা হয়েছে।, কেন্দ্রের তরফে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রম কোড চালু করার চক্রান্তও চলছে। চা, চট সহ রাজ্যের শিল্প কল কারখ ানায় সংগঠিত, অসংগঠিত ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের মালিক তোষণ নীতি ও শ্রমিক বিরোধী ভূমিকা শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকা দুর্বিষহ করে তুলেছে কেন্দ্র, এমনও অভিযোগ আনা হয় এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে।

পাশাপাশি গত ১৩ বছর পশ্চিমবঙ্গে যে এক গণতন্ত্রহীন সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে, সেই বিষয়েও উল্লেখ করেন নেতৃত্ব। রাজ্য সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচারে শাসকদলের নেতামন্ত্রীরা হয় জেলে না হয় বেলে আছেন। রাজ্যের অর্থনীতি বিপর্যস্ত, প্রায় ৭ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের জালে রাজ্য। গত ১৩ বছর রাজ্যে কোনো শিল্প বা নতুন বিনিয়োগ নেই। রাজ্যে কাজ নেই, বেকার যুবক যুবতিরা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে কাজের সন্ধানে অনিশ্চিত জীবন নিয়ে ভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা বিপন্ন, আরজিকর কাণ্ডে অভয়ার বিচার প্রহসনে পরিণত হয়েছে। রাজ্যে নারী নির্যাতন, খুন ধর্ষণের ঘটনা নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। রাজ্যে বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সবই বিপর্যস্ত। রাজ্যের সরকারি জমি বেসরকারি করন করে, পরিবেশ ধ্বংস করে, গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করে কর্পোরেট ও প্রমোটর, অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যজুড়ে বস্তির গরীব মানুষের উচ্ছেদ চলছে।

এদিন এই সামগ্রিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রাজ্যের সব অংশের শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তীব্র শ্রেণি আন্দোলন গড়ে তুলতে সিআইটিইউ, সারা ভারত কৃষকসভা, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন ও পশ্চিম বঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির ডাকে রাজ্যব্যাপী ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস জুড়ে পদযাত্রা ও ২০ এপ্রিল ২০২৫ ব্রিগেডে ঐতিহাসিক সমাবেশের আহ্বান জানানো হয় এদিনে বৈঠক থেকে।

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী অন্নদা ঠাকুরের ১৩৪ তম জন্মদিবস ও ১০৪তম সিদ্ধোৎসব এবং দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের ৫৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন দুঃস্থ পাঁচ হাজার জনকে শাড়ি এবং তিন হাজার জনকে কম্বল উপহার দেওয়া হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠান এদিন হাজির ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান

বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তপন মুখোপাধ্যায় দক্ষিনেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রাহ্মচারী মুরাল ভাই, বিধায়ক নির্মল মাজি, কামারহাটির পুরপ্রধান গোপাল সাহা, কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই বলেন, প্রতি বছর দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষজনের সেবায় তাঁরা নিয়োজিত থাকেন। এভাবে সহযোগিতা পেলে আগামীদিনে তাঁরা আরও বড় আকারে সেবামূল কাজ করতে পারবেন।

সম্পাদকীয়

কিছু ঘটনার স্মৃতিটুকুই যত্নে আগলে রাখতে হয়, কিন্তু পারি কি?

পাটালিগুড়ের কথা মনে আছে? সকালের টিফিনে দুধরুটি, সঙ্গে কয়েক টুকরো পাটালি। কিংবা শুধু রুটির সঙ্গে একটা বড় ফটকিরি সাইজরে পাটালির টুকরো। সন্ধেবেলায় মুড়ির আড্ডায় পাটালি। স্কুলের টিফিন বক্সেও দু'তিন মাসের জন্য তার স্থায়ী জায়গা। বাতাসে উত্তুরে হাওয়া লাগামাত্রই দু'-চার দিন পর পর চলত মা-ঠাকুমার পিঠেপুলি বানানোর কর্মব্যস্ততা। সেদ্ধ পিঠে, পুলি পিঠে, পাটিসাপ্টা, দুধপুলি, পায়েসের সুগন্ধে সারা বাড়ি 'ম-ম' করত। বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে সুঘ্রাণ পৌঁছে যেত আশপাশে। ঠাকুমা তখন ছিলেন বেশ শক্তপোক্ত। নাটাইচণ্ডী বলে তাঁর এক আরাধ্য ছিল। তাঁর পূজা হত সংক্রান্তি বা আশপাশের কোনও একটা দিন। ভোর থেকে চলত তার প্রস্তুতি। শীতে কম করে পাঁচ-ছ'বার বসিরহাটে পিসির বাড়ি হানা দেওয়ার মধ্যে খেজুর গুড় একটা প্রধান আকর্ষণ ছিল। সেই কাকভোরে উঠে সাইকেলে চেপে খেজুর গুড়ের আড়তে হানা দিয়ে চাষিকাকাদের কাছ থেকে তাজা রস আকণ্ঠ পান। পিসির পাড়া খেজুর গাছে ভর্তি। সকালে বিকেলে তাজা গোটা খেজুরও তাই দিব্যি জুটে যেত, না চাইতেই। আমাদের বাড়িতে সারা বছর মিষ্টি নিয়ে আদিখ্যেতা ছিল না কোনও কালেই। কিন্তু শীতের স্পেশাল আইটেমগুলোর বরাবরই একটা আলাদা কদর ছিল। বছর দুয়েক আগে পিসির বাড়ি গেছি এই শীতের সময়েই। মনে আশা, ছোটবেলার খেজুরে মজাটাকে আবার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরা। কিন্তু কোথায় সেই পাটালি, কোথায় সেই তাজা খাঁটি রস! খেজুর বাগানগুলো নেই। তার জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি ইমারতি সজ্জা। কোথায় শুনেছিলাম, কিছু ঘটনার স্মৃতিটুকুই যত্নে আগলে রাখতে হয়। কিন্তু পারছি কই?

শব্দবাণ-১৬৬

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. পূজা, উপাসনা ৩. জামা ৫. ভগবান, পরমেশ্বর ৬. রুটি পাঁউরুটি প্রভৃতি সেঁকবার উনুনবিশেষ ৭. শিরোপা ৯. রেশ, জের ১১. রাত্রি ১২. ভূষণ, অলংকার।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. প্রভু, রাজা ২.অভিযোগ ৩. পায়রা, কবুতর ৪. সমাধি ৭. পাখি, বিহঙ্গ ৮. তিরস্কার, ধমক ৯. প্রশ্রয় ১০. হাতের এক গহনা।

সমাধান: শব্দবাণ-১৬৫

পাশাপাশি: ২. আলোকবর্ষ ৩. নাড়ুগোপাল ৬. সরগরম ৭.খবরদার।

উপর-নীচ: ১. বৃথামাংস ২. আইনানুগ ৪. গোলমরিচ ৫. ললাটপট।

জন্মদিন

আজকের দিন

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।
১৯৫৩ বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ও অভিনেতা অঞ্জন দত্তের জন্মদিন।
১৯৯০ বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় জুয়েল রাজার জন্মদিন।

উইলিয়াম রাদিচে: পাশ্চাত্যে বাংলার মুখ, অবাঙালি হয়েও সেরা বাঙালি

স্বপনকুমার মণ্ডল

বিগত বছরে শেষ দিকে ১০ নভেম্বর ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন বাংলাভাষাপ্রেমী কবি ও অনুবাদক উইলিয়াম রাদিচে (১৯৫১-র জন্ম)। সেদিন আবার বাংলার বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা মনোজ মিত্রের প্রয়াণ ঘটে। তার মধ্যেও উইলিয়ামের অভাববোধ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে বেরিয়ে আসে। মৃত্যুর আগে ২০১২-র মে মাসে লণ্ডনের পথে চলন্ত গাড়ির ধাক্কায় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে দীর্ঘ একদশকের বেশি সময় ধরে তাঁর কলম একপ্রকার অচল হয়ে পড়ে। চিকিৎসকের পরামর্শই ছিল একাডেমিক কাজ না করার। তাঁর মধ্যেও তাঁর কবিতা লেখা চললেও বাংলাভাষার চর্চা নীরব থেকে যায়। অথচ তিন দশকের বাংলাভাষার চর্চায় তাঁর আত্মনিবেদিত প্রকৃতি কখনও হলুদ হয়ে ওঠেনি। সেখানে উইলিয়াম রাদিচের আত্মিক সংযোগ বিস্ময়কর। সুদূর ইংল্যাণ্ডে থেকে বাংলাভাষাকে ভালবেসে যেভাবে তিনি সযত্নে লালন করে বিদেশি ভাষাকে আত্মস্থ করে নিয়েছেন, তা শুধু অসাধারণ নয়ই, বিস্ময়করও বটে। তাঁর মতো করে আর কোনও বিদেশি বাংলাভাষাকে ভালবাসেনি। অন্যেরা যেখানে গবেষণার কাজে বা অনুবাদে অথবা অন্য কোনও প্রয়োজনবোধে বাংলাভাষা শিখেছেন, সেখানে উইলিয়াম নিজে থেকে ভাষাটিকে আয়ত্ম করে বাঙালির পরম আত্মীয় হয়ে উঠেছেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা জীবনানন্দ দাশের লেখা পড়ে নয়, বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধই তাঁকে বাংলাভাষার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল। মাতৃভাষার আন্দোলন থেকে সে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাণপ্রবাহে তাঁর প্রাণের সংযোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি তীব্র অনুরাগই সেখানে রসদ জুগিয়ে চলে। সেখানে উইলিয়াম ১৯৬৯-এ আঠারো বছর বয়সে অক্সফোর্ডের ম্যাগডালেন কলেজে ইংরেজি নিয়ে পড়া শুরু করতে না-করতেই ভারতে চলে আসেন এবং হিমাচল প্রদেশের লরেন্স স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর সিমলা পাহাড়ি অঞ্চল ছেড়ে দিল্লি হয়ে দিনকয়েকের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। কুড়ি বছর বয়সে তাঁর বাংলাভাষা শেখা শুরু হয়। তবে তা প্রথাগত শিক্ষা ছিল না, একান্তভাবেই স্বশিক্ষিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উইলিয়ামের ঠাকুরদাদা এবং কাকা এদেশে আইসিএস ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই এদেশের পাশাপাশি ভাবী বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক কথাই তিনি ছোটবেলা থেকে শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। বাংলাভাষা শেখার সেই আকুতি দেশে ফিরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ পাশ করার পর জনৈক বন্ধুর কথায় আর তীব্রতা লাভ করে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ (SOAS)-এ বাংলায় গ্রাজুয়েশনে ভর্তি হন এবং সেখানে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের কাছেই তাঁর বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখের লেখার সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ঘটে। একদিকে চলে তাঁর বাংলাভাষা চর্চার নিবিড় আয়োজন, অন্যদিকে সেই ভাষার অমূল্য সম্পদকে ছড়িয়ে দেওয়ায় তাঁর আন্তরিক উদ্যোগ সক্রিয়তা লাভ করে। রাদিচের সেই বাংলাভাষাপ্রেমী প্রকৃতিই বলে দেয় তাঁর সদিচ্ছার নৈবেদ্য কত গভীর শ্রদ্ধাজাত, কত আত্মীয়তাবোধে আন্তরিক।

পারিবারিক ভাবেই উইলিয়াম ভাষা শেখার আনুকূল্য পেয়েছিলেন। তাঁর মা বেটি রাদিচেই ছিলেন স্বনামধন্য অনুবাদক। মায়ের সাহচর্যে উইলিয়ামের বাংলাভাষার প্রতি তীব্র অনুরাগ স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্যভেদী হয়ে ওঠে। সেখানে তাঁর বাড়তি ভাষা শেখার কোনও বালাই ছিল না, ছিল না শখের বেসাতি। সত্য ও নিষ্ঠায় ভাষাটিকে বুঝে নেওয়ার জন্য তাঁর সদিচ্ছায় সুগভীর অধ্যবসায় ও লক্ষ্যভেদী আত্মসংযোগ বিস্ময়কর। অক্সফোর্ডের ইংরেজির কৃতী ছাত্রটির অচিরেই কবিপ্রতিভার প্রকাশ ঘটে। উলিয়ামের প্রথম কবিতার বই Eight Sections প্রকাশিত ১৯৭৪-এর মাঝামাঝি। অর্থাৎ উইলিয়ামের নিজের ভাষায় সাহিত্যচর্চার সঙ্গেই তাঁর বাংলাভাষার শেখাও চলতে থাকে। শুধু তাই নয়, তাঁর বাংলাভাষার প্রতি তীব্র অনুরাগ ক্রমশ প্রসারিত হয়। এজন্য সোয়াস (SOAS)-এ বাংলায় গ্রাজুয়েশন করে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা করার পর আশির দশকের গোড়ায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্য নিয়ে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরীর অধীনে ডক্টরেট (ডিফিল) শুরু করেন । সেই সময় তিনি একটি স্কুলে পড়াতেন। তাঁর গবেষণা শেষ হয় ১৯৮৭-তে। অন্যদিকে উইলিয়াম রাদিচে বাংলাভাষা শিক্ষাকেই তাঁর উচ্চতর কর্মজীবনের সোপান করে তোলেন। ১৯৮৮-এ তিনি তাঁর নিজেরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সোয়াসের লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯৯৯ থেকে ২০০২ পর্যন্ত সেখানে বাংলার বিভাগীয় প্রধান ছিলেন তিনি। তখন তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়স । সেই বয়সে আরও বেশি কাজ করার জন্য সেখানে কর্মজীবনে ইতি টানায় মনস্থির করেন। আবার তাঁরই অধীনে পিএইচডি করা তাঁর দুই ছাত্র সোয়াসের বাংলা বিভাগের শিক্ষকতায় সামিল হয়েছেন। তাঁর মধ্যে একজন হান-রুথ টমসন বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে একটি বই লিখেছেন। সেদিক থেকে বিদেশে বাংলাভাষার বিস্তারে উইলিয়ামের আন্তরিকতায় আত্মীয়তার ছায়া ক্রমশ দীর্ঘস্থায়ী কায়া বিস্তার করে। সেক্ষেত্রে বিদেশিরা যাতে সহজে বাংলাভাষা শিখতে পারেন, তার জন্য বাংলা শেখার বইও লিখেছেন উইলিয়াম। তাঁর সেই বইটি 'Know yourself Bengali' (১৯৯৪) তাঁর বাংলাভাষা বিস্তারের অসাধারণ প্রয়াসও তাঁকে স্বতন্ত্র করে তোলে। আর কোনও বিদেশি বাংলাভাষাপ্রেমী স্বতন্ত্র প্রতিভাদীপ্ত হয়েও এভাবে বাংলা শেখার বই লেখেননি বা প্রকাশ করেননি। অন্যদিকে তাঁরই উদ্যোগে সোয়াস-এ বাংলা শেখার নতুন কোর্স শুরু হয়। সেই 'Modern Bengal The Evolution of Society and Culture from 1690 to the Present Day' কোর্সটি সেখানে সাফল্য লাভ করে। অন্যদিকে দেশবিদেশে রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচারের আলোতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তার মধ্যেও তাঁর বাংলাভাষার প্রতি গভীর প্রেম বেরিয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে বাংলাভাষার অমূল্য সম্পদের পরশ দিতে উইলিয়াম রাদিচের নিরন্তর প্রয়াস প্রথম থেকেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কবি রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে চেনানোর প্রতি তাঁর সক্রিয় উদ্যোগ দারুণ ভাবে সাড়া ফেলে। এর আগে নোবেল পুরুস্কারের ধন্য 'গীতাঞ্জলি'র আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় কবিতাগুলি প্রচারের ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের আধ্যাত্মিক চেতনাই বিদেশে প্রচার লাভ করেছিল। সেখানে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী চেতনার বিচিত্র আয়োজনে অসংখ্য কাব্য থেকে বিচিত্র আঙ্গিকের ও নানা স্বাদের বাছাই করা ৪৮টি অনুবাদিত কবিতার একটি সংকলন 'Rabindranath Tagore Selected Poems' (১৯৮৫) প্রকাশ করে তিনি পশ্চিমা বিশ্বের মাটিতে রবীন্দ্রচর্চাকে নতুন করে প্রাণিত করেন। সেক্ষেত্রে সংকলনটি যেমন পাশ্চাত্যের কাছে রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে আবিষ্কারের আনন্দ বয়ে আনে, তেমনই উইলিয়াম রাদিচের অনুবাদক পরিচিতিকে জনপ্রিয় করে তোলে। সেক্ষেত্রে অনুবাদকের ভাষা শিক্ষা কীভাবে সাধনায় পরিণত হয়েছিল, তার পরিচয়ও তার মধ্যে উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করার জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে এসে থেকেছেন, কবি হিসেবে নিরন্তর গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন, তেমনই বাংলাভাষার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। সেখানে লরেন্স স্কুলের হেডমাস্টার মেজর সোম দত্ত রবীন্দ্রনাথকে 'বাড়াবাড়ি'র মনে হওয়ায় তাঁর থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়ে তাঁকেই আরও নিষিদ্ধ ফলের আকর্ষণের মতো আকৃষ্ট করে তোলে। এজন্য তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর রবীন্দ্রনাথকে চেনার পাঠ শুরু হলে অচিরেই উইলিয়াম রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রতি গভীর ভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েন। সেক্ষেত্রে তাঁকে গভীর ভাবে জানার জন্য রবীন্দ্র কবিতার অনুবাদের কাজ চলাকালীন সময়েই ১৯৮২-তে তিন মাসের জন্য উইলিয়াম সপরিবারে শান্তিনিকেতন এসে ছিলেন। পল্লিবাংলার গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে গভীর ভাবে অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন উইলিয়াম। রবীন্দ্রনাথকে যত বুঝেছেন, ততই তাঁর বিস্তৃতি ও গভীরতা তাঁকে বিমুগ্ধ করেছে । এজন্য তাঁর অজানা খনির পরশমণির পরিচয় দিতে নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে অনুবাদের মাধ্যমে আবিষ্কার করে প্রচারের আলোতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাঁর আয়োজন প্রয়োজনকে ছাপিয়ে চলে । রবীন্দ্রনাথের অমূল্য রচনার একের পর এক অনুবাদ প্রকাশ করেন উইলিয়াম। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রথম অনুবাদিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংকলনটি শুধু জনপ্রিয়তা পায়নি, তাঁর অনুবাদও উচ্চ সমাদর লাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৮৬-তে উইলিয়াম রাদিচে আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন।

অন্যদিকে কবিতার পর উইলিয়াম রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অনুবাদে সক্রিয় হয়েছেন। তাঁর ফসল 'Rabindranath Tagore Selected Short-Stoies' (১৯৯১)। সেটি কবিতার সঙ্কলনের মতো জনপ্রিয়তা না পাওয়াও পাঠকসমাদরের জন্য তার আরও একটি পরিমার্জিত সংস্করণ করেন ১৯৯৪-তে। শুধু তাই নয়, 'Kabuliwalla Stories' (২০১১) নামে আরও একটি রবীন্দ্রনাথের গল্পের অনুবাদিত সংকলন প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা', 'লেখন' ও 'স্ফুলিঙ্গ' প্রভৃতি কাব্যের ছোট ছোট কবিতারও অনুবাদ করে একটি সংকলন 'Particles– Jottings– Sparks — The Collected Brief Poems of Rabindranath Tagore' (২০০০) নামে প্রকাশ করেছেন উইলিয়াম। শুধু তাই নয়, তিনি রবীন্দ্র নাটকেরও অনুবাদে সক্রিয় হয়েছেন। 'ডাকঘর-এর অনুবাদ 'Rabindranath Tagore The Post Office' (১৯৯৫), 'তাসের দেশ'-এর অনুবাদ 'Card Country' (২০০৮) এবং 'দেবতার গ্রাস'-এর অনুবাদ 'Snatched By The God' (২০০৮) প্রভৃতি তাঁর অনন্য পরিচয়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গল্প বা নাটকের চেয়ে কবিতার অনুবাদই যে তাঁর পক্ষে শ্রেয় এবং লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠবে, নিজে কবি হিসেবে তা উইলিয়াম গভীর ভাবে অনুধাবন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেদিক থেকে তখন তাঁর রবীন্দ্র রচনার সবচেয়ে সাড়া জাগানো অনুবাদটি বাকি ছিল। সেটি রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে (২০১১) প্রকাশিত 'Rabindranath Tagore Geetanjali'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের বাংলা 'গীতাঞ্জলি' আর তাঁর ইংরেজিতে অনুবাদিত 'গীতাঞ্জলি' (Song Offerings) এক নয় ।

উইলিয়াম রাদিচের মনে হয়েছিল ১৯১২-তে ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ও গানের ইংরেজি অনুবাদে যেভাবে 'গীতাঞ্জলি'কে রূপান্তর করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা তাঁর কবিসত্তাকে তুলে ধরার পক্ষে যথাযথ ছিল না। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে ডব্লিউ বি ইয়েট্ সও বাংলা না জানায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের সম্পাদনা করতে গিয়ে তার মাজাঘষা থেকে রবীন্দ্রনাথের ক্রম পরিবর্তন করে তার সুবিচার করতে পারেননি। এজন্য উইলিয়াম নিজেই তার অনুবাদে সামিল হয়ে অসাধারণ একটি স্বতন্ত্র অনুবাদের মাধ্যমে কবি রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্যের মাটিতে নতুন করে তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে গোলাম মুরশিদ উইলিয়াম রাদিচের 'দীর্ঘ দুরুহ পথ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পাঁচটি বক্তৃতা' (২০১৬) বইয়ের ভূমিকায় তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন । তাঁর কথায় 'কিন্তু ১০০ বছর পর ২০১২ সালে উইলিয়াম রাদিচে মূলের ক্রম ফিরিয়ে আনেন এবং রবীন্দ্রনাথের মূল অনুবাদের পাশাপাশি আধুনিক ইংরেজিতে রচনাগুলোর পদ্যানুবাদও প্রকাশ করেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির মাধ্যমে পাঠকদের হৃদয়ে যে রস সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, প্রথমবারের মতো পাঠকেরা তার স্বাদ পেলেন রাদিচের অনুবাদে।' সেক্ষেত্রে উইলিয়ামের অনুবাদ যে মূলানুগ বা আক্ষরিক ছিল না, তা একান্ত ভাবেই তাঁর আত্মিক সংযোগের প্রয়াস. সেকথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি যেভাবে আত্মস্থ করে বুঝেছিলেন, তারই সফল রূপায়ণ করে তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তাকে নতুন করে চেনাতে চেয়েছিলেন। বইটির ভূমিকার শিরোনাম 'Geetanjali Reborn'। সেক্ষেত্রে উইলিয়ামের অনুবাদটি নিছক Translation নয়, তা হয়ে উঠেছে Transcreation । ভূমিকাতেই সেকথাই স্পষ্ট করে তুলেছেন। এজন্য তাঁর অনুবাদ নন্দিত হয়েও বিতর্কে জড়িয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উইলিয়াম রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার বহুমাত্রিক পরিচয়কে নিবিড় করতে চেয়েছিলেন। সেখানে তাঁর মধ্যে বাংলাকেও তুলে ধরার চেতনাও সক্রিয় ছিল। 'বইয়ের দেশ' (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৯)-এর সাক্ষাৎকারে উইলিয়াম জানিয়েছেন 'হয়তো আমি সচেতনভাবেই রবি ঠাকুরের মানবিক এবং ধ্রুপদি দিকগুলির উপর বেশি জোর দিয়েছি। তাঁর প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনাটাই ছিল উদ্দেশ্য। তাই ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত পেঙ্গুইন সংস্করণে এবং পরবর্তী বহু পুনর্মুদ্রণে আমি 'গীতাঞ্জলি' থেকে মাত্র একটি কবিতা রেখেছি এবং সেটাও 'গীতাঞ্জলি'র প্রচলিত ধারার কবিতা নয়।খখআমি একটু অন্যরকম কবিতাই বেছেছিলাম। কবির সবক'টি দিকই যাতে ফুটে ওঠে, যাতে সামাজিক দিকগুলির সঙ্গে বাংলা দেশ জড়িয়ে থাকে, বিভিন্ন ট্র্যাডিশন, প্রাচীন সংস্কৃতি, কালিদাসের প্রভাবে লেখা কবিতা ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে লক্ষ রেখেছিলাম আমি। আমি সেই সব কবিতাই রেখেছিলাম যা তাঁকে নতুন ভাবে গুরত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতা দিতে সক্ষম।' কোনও জাতির পরিচয়ে তার নিজস্ব ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ তার সাহিত্য। সেই সাহিত্যের পরিচয়ে উইলিয়ামের আত্মিক যোগ ও আন্তরিক অনুবাদ প্রয়াসের লক্ষ্যেই তাঁর বাংলাভাষাপ্রেম প্রকট হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে নিজের ভাষায় যশস্বী কবিপ্রতিভা থাকা সত্ত্বেও যেভাবে তাঁর আত্মত্যাগের সোপানে বাংলাভাষার অমূল্য সম্পদের প্রচার-প্রসারে আত্মনিবেদিত প্রকৃতি ক্রমশ সবুজ হয়ে উঠেছে, তাতেই অদ্বিতীয় 'অবাঙালি বাঙালি'র পরিচয় প্রকট মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উইলিয়াম রাদিচে রসিকতা করে নিজেকে 'অবাঙালি বাঙালি' বলেছেন।

অন্যদিকে উইলিয়ামের অনুবাদের পরিসর নানা বিষয়ে ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। বাংলা শিশুসাহিত্যের অনুবাদও করেছেন তিনি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই' ও 'বোকা বাঘ' তাঁর অনুবাদে হয়েছে 'The Tailor Birdós Book' ও 'The Stupid Tiger and othe Stories' (১৯৮১) । অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় পুরাণের অনুবাদের প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার মহার্ঘ সংকলন 'Myths and Legends of India' (২০০১)-এ তাঁর অসামান্য অবদান অনস্বীকার্য । শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে বাংলা ও বাঙালির প্রতি তীব্র অনুরাগ নানাভাবে আবর্তিত হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিয়ে তিনি শুধু গবেষণাই করেননি, 'মেঘনাদবধ কাব্য'কেও স্বকীয় ভাবে 'The Poem of the Killing of Meghnad' (২০১০) নামে অনুবাদ করে পাশ্চাত্যের পাঠকের দরবারে হাজির করেছেন। এটিও তাঁর বাংলা সাহিত্যের প্রতি মহার্ঘ নিবেদন। ইতিপূর্বে তা কোনও বিদেশি অনুবাদ করে প্রচারের আলোতে আনেননি। এজন্য বাঙালি তাঁর কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়েও উইলিয়াম ভেবেছিলেন। তার পরিচয় তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থেই (১৯৯৮) প্রতীয়মান । সবদিক থেকে মনেপ্রাণে তাঁর মতো আরও কোনও বিদেশি বাংলা ও বাঙালিকে আপন করে নেননি। উইলিয়াম রাদিচে যেভাবে বাংলাভাষার আভিজাত্যকে তার সাহিত্যের অনুবাদ থেকে সেই ভাষার বিস্তারের জন্য ভাষাশিক্ষার বই রচনা, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার নতুন পাঠক্রম চালু করা থেকে গবেষণা করানো, দেশবিদেশের বক্তৃতা প্রদান ও বাংলাভাষা শিক্ষা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে নিজেকে সঁপে দিয়ে সুদীর্ঘ কাল জীবনের অমূল্য সময় ব্যয় করেছেন, তাতে তাঁর স্বকীয় প্রতিভার মূলধনও সামিল ছিল । এজন্য তাঁর কবিপ্রতিভা তাঁর অনুবাদকে আলো ছড়িয়ে অনুবাদক পরিচিতিকে জনপ্রিয় করলেও সেই কবি-পরিচিতিই তুলনায় ম্লান হয়ে পড়ে। অথচ উইলিয়ামের যশস্বী কবিপ্রতিভার পরিচয় বিচিত্র অনুবাদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। তার মধ্যেই তাঁর দশটি কাব্য প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনায় শিকার হওয়ার পরে অনুবাদচর্চায় বিরতি এলেও স্বকীয় কবিসত্তায় তাঁর লেখনী সক্রিয় ছিল। অথচ তাঁর সেই অনির্বাণ কবিসত্তাকে সহচর করে বাংলাভাষার প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন, ভাবা যায়। আসলে উইলিয়াম রাদিচে বাংলাভাষার মধ্যে অবিরত নিজেকে খুঁজে ফিরেছেন। এজন্য বাংলাভাষার সঙ্গে তাঁর সুগভীর প্রেমই তাঁকে বাঙালির পরমাত্মীয় করে তুলেছে। তাঁর সেই শ্রদ্ধার সম্পর্কই তাঁর বাংলাভাষা থেকে বাঙালির সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তুলেছে। সেই আত্মীয়তার সম্পর্ককেও উইলিয়াম প্রকট করে ব্যক্ত করেছেন।

আসলে তলিয়ে দেখলেই ফলিয়ে বলা যায়। সেখানে উইলিয়ামের বাংলাভাষার তৃণমূল স্তরে 'ন্যাটিভের' সঙ্গে একাত্ম হতে গিয়ে ভাবের সঙ্গে ভাষার হরগৌরীয় সম্পর্কেই আয়ত্ত করেননি, বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্গেও নিজেকে অবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন। এই একাত্মতাই তাঁকে বাঙালির পরমাত্মীয় করে তুলেছে। এজন্য নিজেকে স্বতন্ত্র রাখার আভিজাত্য বা মূল্যায়নের আধিপত্যবোধ কোনওটাই তিনি আমল দেননি। উল্টে বাঙালির সঙ্গে একাত্মতাবোধে নিজেকে সপে দিয়েছেন উইলিয়াম রাদিচে। জীবনানন্দ দাশের জন্মশতবর্ষে (১৯৯৮) 'দেশ' পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশ সংখ্যায় লেখার আমন্ত্রণে তিনি জীবনানন্দকে নিয়ে প্রবন্ধ না লিখে খোলা একটি চিঠি লিখেছেন। তাতে পরতে পরতে জীবনানন্দ দাশের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশিত হলেও তাঁকে তাঁর পূর্বসূরি কবি মনে হয়েছে। সেজন্য তাঁর শ্রদ্ধার সঙ্গে আন্তরিকতার নৈকট্যবোধ নিবিড়ভাবে উঠে এসেছে। 'দেশ' (২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮) প্রকাশিত চিঠিটির শেষে উইলিয়াম রাদিচে লিখেছেন 'আপনি পথ না দেখালে আমার পক্ষে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার শাখা প্রশাখায় বিচরণ করা সম্ভবপর হত না। আপনার জন্যই পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের কবিদের আমি আত্মীয় জ্ঞান করতে পারি (মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুস্থানীয়, বান্ধবস্থায়ীয়ও বটেগুগুগুকিন্তু আত্মীয় নন)।

এবং সেজন্যই আমার মনে হয় আমি আপনাকে খুব চিনিগুগুগুযদিও আপনার মৃত্যুর সময় আমার বয়স মাত্র তিন, যদিও আপনার কবিতার ভাষা আমি শিখতে শুরু করি কুড়ি বছর বয়সে। এবং সেজন্যই, আমাকে যখন আপনার ওপর প্রবন্ধ লেখার কথা বলা হয়, তখন আমার ইচ্ছে হয় একটা কবিতা লিখি, অথবা এরকম একটা চিঠি।

আপনারই

'উইলিয়াম'

সেখানেই শেষ নয়। বাঙালির সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার পরশ অবারিত ও অবিরত। ২০০৪-এর ২৪ মার্চ শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল চুরি হওয়ার পরে দেশ জুড়ে যে হৈচৈ পড়ে যায়, বিষণ্ণতার পরিসর তৈরি হয়, তাতেও তাঁর সেই আত্মীয়তার সংযোগ আরও নিবিড়তা লাভ করে। যেন তাঁরই একান্ত আপনজনের দুর্বিষহ শোকের শরিক হয়ে উঠেছেন উইলিয়াম। অথচ নোবেল চুরির চেয়ে তাঁর মনের শান্তিনিকেতনের ভয়মুক্ত উদার হাতছানির পরিসরকে রক্ষা করাই তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। তাঁর 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' নিবন্ধে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ এপ্রিল ২০০৪) ১৯৮২গুর অভিজ্ঞতার কথা ফিরে ফিরে এসেছে । সেখানে শান্তিনিকেতনের নোবেলের চাইতেও বারে বারে গিয়ে মুক্তির আনন্দের হাতছানি পাওয়া পরশমণিই তাঁর কাছে অমূল্য মহার্ঘ মনে হয়েছে । কেননা তার মধ্যেই উইলিয়াম রবীন্দ্রনাথের আসল সৌরভ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর কথায় 'সেই বোধটাই রবীন্দ্রনাথের চেতনাগুগুগু'এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।' আজ একটাই জিনিস দেখার। শান্তিনিকেতনে এই বোধটাই যেন বিপন্ন না হয়, চোরেরা ওই বোধকে বিপন্ন করতে পারে না। কিন্তু চোরের ভয়? তস্করের ভয়? সন্ত্রাসবাদের ভয়? এই ভয়গুলোই তো স্বাধীনতার ওঁই চেতনাকে, ওঁই বোধকে ধ্বংস করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

শান্তিনিকেতনের তাই তার পরম নিশ্চিন্ত নির্ভার ব্যক্তিস্বাধীনতা আর ব্যক্তস্বাতন্ত্র্যেই হয়ে থাকুক — চিত্ত যেথা ভয়শূন্য!' বিষয় থেকে বিষয়ীর একাত্মতা থেকে উইলিয়াম রাদিচে বাংলাভাষাকে আয়ত্ম করে বাঙালির আপনজন হয়ে উঠেছিলেন, তা তাঁর আত্মিক যোগেই প্রতীয়মান। তাঁর ভাবলোকে বাঙালির সঙ্গে একাত্মতাবোধে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই বাংলাভাষার বিস্তার থেকে নিজেই বাঙালি হয়ে উঠেছিলেন। শুধু তাই নয়, বাঙালির মননের আলো দিয়ে বিদেশি অবাঙালিদের পথ দেখাতে চেয়ে নিজেকে যেভাবে সঁপে দিয়েছিলেন, শুধু বিদেশিদের মধ্যেই নয়, বাঙালিদের মধ্যেও তাঁর দোসর মেলানো দুরূহ। সেদিকে থেকে উইলিয়াম রাদিচে বাংলাভাষার ধারক-বাহকই ছিলেন না, বিদেশি মুখপাত্র থেকে মুখপত্র হয়েছেন, সর্বোপরি পাশ্চাত্যে বাংলার দূত থেকে মুখ হয়ে উঠেছেন, অবাঙালি হয়েও সেরা বাঙালি হয়েছেন।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

স্যালাইন কাণ্ড: মেদিনীপুর মেডিক্যালে জাতীয় মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: কারো স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়েই বলির পাঁঠা করা হচ্ছে জুনিয়র ডাক্তারদের। শনিবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্যালাইন কাণ্ডে এক প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনা খতিয়ে দেখতে এসে এই মন্তব্য করেছে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা। এদিন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, সুপার, এবং প্রিন্সিপাল সহ সেদিনের অপারেশনের সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সঙ্গে কথা বলেন কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার ও কমিশনের অন্য সদস্যরা। হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগ পরিদর্শন করার পর মৃত প্রসূতি মামনি রুইদাসের পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি জানান, এরপর এসএসকেএম হাসপাতালে যেসব প্রসূতিরা ভর্তি রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঁচজন প্রসূতির অপারেশন হওয়ার পর একজনের মৃত্যু হয় এবং বাকিরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই ঘটনায় রাজ্য রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ ১৩ সদস্যের একটি স্বাস্থ্য টিম পাঠায়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। সিআইডি তদন্তের পরও সদ্যোজাত এক শিশুর মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের ন্যায্য মূল্যের ওষুধ দোকান থেকে ফের ফাঙ্গাস যুক্ত স্যালাইন সরবরাহ করার অভিযোগ ওঠে। সারা রাজ্য ও দেশ জুড়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। ১ প্রসূতির মৃত্যু, চারজনের গুরুতর অসুস্থতা এবং এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনার পাশাপাশি স্যালাইন কাণ্ড পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে অর্চনা মজুমদারের নেতৃত্বে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে আসেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা। বুধবার ঘটনার দিন যা ঘটেছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেন তারা। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, অধ্যক্ষ এবং সুপারের সঙ্গে জরুরি বৈঠক শেষ করে বাইরে বেরিয়ে চিকিৎসকদের পক্ষেই মত প্রকাশ করেন মহিলা কমিশনের সদস্যরা। তারা বলেন, জুনিয়র ডাক্তারদের বলির পাঁঠা করা হচ্ছে।

৯ জানুয়ারি যে পাঁচজন প্রসূতি অপারেশনের পর অসুস্থ হয়ে পড়েন তারা হলেন নাসরিন খাতুন, মিনারা বিবি, মাম্পি সিং, রেখা সাউ এবং মামনি রুইদাস। এদের মধ্যে গত শুক্রবার মামনি রুইদাসের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন মিনারা বিবি, মাম্পি সিং এবং নাসরিন খাতুন। মেদিনীপুর মেডিক্যালে ভর্তি রয়েছেন রেখা সাউ। এক্সপায়ার হয়ে যাওয়া স্যালাইন দেওয়া এবং চিকিৎসা বিভ্রাটের কারণে মাল্টি অর্গান ফেলিওর হওয়ায় মামনি রুইদাসের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তদন্তের জন্য সিআইডির টিম পাঠানো হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকেও মেদিনীপুর হাসপাতালে পাঠানো হয় একটি টিম। এই দুটি টিমের রিপোর্টের ভিত্তিতেই হাসপাতালের সুপার সহ মোট ১২ জনকে সাসপেন্ড করার এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইমতো মেদিনীপুর কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ করা হয়।

বাংলার বাড়ি আবাসের তালিকায় কারচুপির অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১, পলাতক ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বাংলার বাড়ি আবাসের তালিকায় কারচুপির অভিযোগ বিডিও অফিসের দুই চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর বিরুদ্ধে, গ্রেপ্তার ১, পলাতক ১। বাংলার বাড়ি আবাসের সার্ভে করতে গিয়ে তালিকা তৈরিতে কারচুপি করার অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ বিডিও অফিসের দুই চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই তাদের বিরুদ্ধে গোপালনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বনগাঁ বিডিও কৃষ্ণেন্দু ঘোষ। অভিযুক্তদের নাম সঞ্জয় বোস ও বিশ্বজিৎ মিত্র। তারা বনগাঁ বিডিও অফিসের সেচদপ্তরের চৌকিদার পদে কর্মরত। বিডিও অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সঞ্জয় এবং বিশ্বজিৎ বনগাঁ ব্লকে বাংলার বাড়ি আবাসের সার্ভে করার দায়িত্বে ছিল। সার্ভে করার সময় তারা তিনজন উপভোক্তার পরিবর্তে অন্য তিনজনের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নম্বর ঘরের তালিকায় যুক্ত করেন। যারা ঘরের জন্য আবেদন করেনি। সম্প্রতি তাদের অ্যাকাউন্টে ৬০ হাজার টাকা করে ঢোকার পর বিষয়টি সামনে আসে। গত বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিয়ে গোপালনগর থানায় ইমেইলের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করেন বনগাঁর বিডিও কৃষ্ণেন্দু ঘোষ। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ বাংলার বাড়ি আবাস যোজনার টাকা অন্য উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার বনগাঁ বিডিও অফিসের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী বিশ্বজিৎ মিত্র। শুক্রবার রাতে গাইঘাটা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে গোপালনগর থানার পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে চেয়ে পুলিশ বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে। অন্য অভিযুক্ত সঞ্জয় বোসের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে গোপালনগর থানার পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে বিডিওকেই কাঠগড়ায় তুলছে বিজেপি। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, বিডিও-র মদত ছাড়া এটা কখনোই সম্ভব না। এখন কর্মীদের ফাঁসাচ্ছেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি বলেন, বিডিও প্রমাণ করে দিলেন আবাস যোজনায় দুর্নীতি হয়েছে। এতদিন আমরা বলে এসেছিলাম। তবে বিষয়টির পিছনে বিরোধিতার মতো দেখছে তৃণমূল। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, বিরোধীদের একটা অংশ সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চাইছে। তবে বিষয়টি সামনে আসার পর প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।

পুরশুড়ায় স্কুলের মধ্যেই ভেষজ ওষুধ গাছের বাগান, খুশি পড়ুয়ারা

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: স্কুলের মধ্যেই ভেষজ ওষুধ গাছের বাগান। সেই বাগানের ভেষজগুণ সম্পন্ন গাছগুলি থেকে স্কুল পড়ুয়াদের নানারকম রোগের শুশ্রূষা করা হবে। সবুজ বাঁচাতে এবং গাছের গুণাগুণ সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে আরামবাগ মহকুমার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পুরশুড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। স্কুলের মধ্যেই সামনেই ছোট বাগান তৈরি করা হয়েছে। সেই বাগানে বসানো হয়েছে বাসক, আমলকি, অ্যালোভেরা, ব্রাহ্মী, তুলসি সহ ৮০ রকমের ভেষজ গুণসম্পন্ন নানা গাছ। জানা গেছে, ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন গাছ সম্পর্ক আগ্রহ বাড়ানোর জন্য এই বাগান তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া মাঝেমধ্যেই স্কুলের মধ্যে ছাত্ররা পড়ে গিয়ে হাত-পা কেটে ফেলে। আবার কখনও অনেকের সর্দি-কাশি হয়। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেই এই গাছগুলি লাগানো হয়েছে। এছাড়া এখনও অনেকেই ছোট-খাটো বিষয়ে ওষুধের বদলে বিভিন্ন গুণসম্পন্ন ওষুধ গাছের অংশ ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, কাশি হলে বাসক পাতার রস। হজম করতে আমলকি। আবার ব্রাহ্মী শাক খেলেও অনেক রোগের উপশম হয়। অথচ বর্তমান প্রজন্ম এই সমস্ত গাছের উপকারিতার কথা জানে না। তাই তাদের অবহিত করতে এবং গাছের উপকারিতা তুলে ধরে সবুজ বাড়ানোর প্রয়াসেই ওষুধ গাছের বাগান করা হয় এই স্কুলে। পুরশুড়া গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ ও স্টেট আয়ুর্বেদিক ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় এই ভেষজ উদ্যান তৈরি হয়। এই বিষয়ে পুরশুড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌম্যজিৎ মাইতি জানান, অনেক লড়াই করে আজকের এই হারবাল গার্ডেন বা ভেষজ উদ্যান করতে পারলাম শিক্ষার্থীদের স্বার্থে। স্কুলের মাঠের এককোণে তৈরি করা হয়েছে। যেটা শিক্ষার্থীরা বইয়ে পড়তো সেটা এবার চাক্ষুষ করতে পারবে। একেবারে হাতে কলমে। মূলত ভৃঙ্গরাজ বাসক থেকে শুরু করে শতমূলী গুলঞ্চ, পুদিনা, এলাচ, ঘৃতকুমারী, কালোমেঘ, হলুদ ব্রাহ্মী পাথরকুচি সহ ৮০ রকমের ভেষজ গাছ রয়েছে এই বাগানে।

মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের আগে প্যান্ডেল নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের ৪৮ ঘণ্টা আগে মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলের প্যান্ডেল দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ তুললেন ডেকোরেটর সংস্থার একাংশ। এদিন দুপুরে জেলা পূর্ত দপ্তরের বহরমপুর-১ ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। কিন্তু দপ্তরে হাজির ছিলেন না এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। পরে জেলাশাসক সহ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে ইমেলে অভিযোগ জানানো হয়েছে। ঠিকাদার সংস্থাদের অভিযোগ, সম্পূর্ণ অবৈধভাবে কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে। ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে।

আগামী সোমবার মুর্শিদাবাদের লালবাগে প্রশাসনিক রিভিউ মিটিং করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তার আগেই জেলায় দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে জলঘোলা হতে শুরু করেছে। বেশ কয়েকজন ডেকোরেটর সংস্থার কর্ণধারদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর সভামঞ্চ তৈরির জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। শনিবার দুপুর ১টা পর্যন্ত টেন্ডার ড্রপের শেষ সময় ছিল। টেন্ডার ওপেন করার কথা ছিল এদিন দুপুর ৩টের পর। কিন্তু এই প্রক্রিয়া না করেই কয়েকজনকে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকায় মঞ্চ বাঁধা ও অস্থায়ী হ্যালিপ্যাড তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছে। সে কাজও দুদিন আগে শুরু হয়ে গিয়েছে। ডেকরেটর সংস্থার এক কর্তা রিয়াজুল আলম বলম, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের মদতে যেটা হয়েছে যা সম্পূর্ণ অবৈধ। প্যান্ডেলের বরাতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। টেন্ডার ডাকার আগে কিভাবে কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ডেকোরেটার্সরা। প্রতিক্রিয়া জানতে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মানস সাহাকে বারবার ফোন করেও যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। ফোন সুইচড অফ রয়েছে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনে আচমকা হাজির ডিএসপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনে আচমকা হাজির ডিএসপি। শুক্রবার গভীর রাতে বালুরঘাট সদর হাসপাতাল, সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের ভবন, বালুরঘাট নার্সিং কলেজ, কোর্ট চত্বর সহ অন্যান্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পরিদর্শন করেন ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ। সঙ্গে ছিল বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস সহ পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী।

জানা গিয়েছে, রাতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতেই পুলিশের তরফে এই পরিদর্শন। হাসপাতাল-সহ নার্সিং কলেজ, কোর্ট চত্বর সহ গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাতে কোনও খামতি না থাকে সে জন্যই জেলা পুলিশের তরফে এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন মাঝরাতে হাসপাতাল সহ বালুরঘাট শহরের বাস স্ট্যান্ড এলাকা, শ্মশান সহ বিভিন্ন জায়গার নিরাপত্তা সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন ডেপুটি পুলিশ সুপার। এই রূপ অতর্কিতে পরিদর্শন মাঝেমধ্যেই চলবে বলে জানা গিয়েছে।

এ বিষয়ে ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'এটি আমাদের একটি সারপ্রাইজ ভিজিট। আরজিকর ঘটনার পরও আমরা এই ধরনের ভিজিট করেছি। আমরা সেই সময় বলেছিলাম এ ধরনের ভিজিট নিয়মিত চলবে। পাশাপাশি হাসপাতাল চত্বরে যে সিসিটিভি ক্যামেরা, কন্ট্রোল রুম রয়েছে সেগুলোও আমরা খতিয়ে দেখলাম। সিসিটিভি সব ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা সেটিও দেখা হয়েছে। মোটের উপরে সবকিছু ঠিকঠাক রয়েছে।'

মহিলা সহকর্মীকে কুপ্রস্তাব গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপারভাইজারের

পঞ্চায়েতে লিখিত অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সোশ্যাল মেসেজিং সাইটে মহিলা সহকর্মীকে কুপ্রস্তাব গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপারভাইজারের। আবার কুপ্রস্তাবের লেখার মোবাইলের স্ক্রিনশট ভাইরাল হয়েছে। আর এতেই ব্যাপক হারে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন মহিলা কর্মীরা। তারা এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দ্বারস্থ হয়েছেন। তারা লিখিতভাবে জানিয়েছেন আর তাতেও কোন পদক্ষেপ না নেওয়া হলে কর্মবিরতি করে লাগাতার আন্দোলনের হুমকি দেন ক্ষুব্ধ মহিলারা। অভিযোগ, গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের (ভিআরপি) তথা সুপারভাইজার আবুল হোসেন এক মহিলা কর্মীকে হোয়াটস অ্যাপে কুপ্রস্তাব দেয় এবং কুপ্রস্তাবের সেই স্ক্রিনশট ভাইরালও হয়ে যায়। যা নিয়ে গোঘাটে শাসকদলের মধ্যেই কাদা ছোড়াছুড়ি চলছে। সুর চড়িয়েছে বিরোধীদলগুলির নেতারাও। এই নিয়ে ক্ষুব্ধ শাসকদলের মহিলা কর্মীরাও। মহিলা কর্মীরা পঞ্চায়েতের প্রধান ও সচিবকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান দফায় দফায়। তাদের দাবি, অবিলম্বে সুপার ভাইজার আবুল হোসেনের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। এদিকে অভিযুক্ত আবুল হোসেন একজন তৃণমূল কর্মী বলেও জানা গেছে। যদিও অভিযুক্ত (ভিআরপি) সুপারভাইজার আবুল হোসেন ক্যামেরার সামনে আসতে চাননি। তিনি ফোনে তার মোবাইল হ্যাক হয়ে গেছে বলে জানান। এদিকে গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সান্ত্বনা মান্না জানিয়েছেন, এই বিষয়ে অভিযোগ হয়েছে। তদন্ত করে দেখছি।

নদিয়ায় ভেজাল মশলার কারখানায় হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আবারও নদিয়ার আড়ংঘাটায় ভেজাল রান্নার মশলা তৈরির কারখানায় হানা রানাঘাট জেলা পুলিশের। উদ্ধার বিপুল পরিমাণ ভেজাল হলুদ গুঁড়ো ও সেই গুঁড়ো তৈরির সরঞ্জাম। শান্তিপুরের পর এবার আড়ংঘাটায় এক রান্নার কাজে ব্যবহৃত গুঁড়ো মশলা তৈরির কারখানায় হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ ভেজাল হলুদ গুঁড়ো বাজেয়াপ্ত করল ধানতলা থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, শুক্রবার বিকেলে ধানতলা পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় যে ধানতলা থানার আড়ংঘাটা এলাকার একটি গুঁড়ো মশলা তৈরির কারখানায় বেআইনি ভাবে রান্নার কাজে ব্যবহৃত ভেজাল হলুদ, লঙ্কা, জিরে গুঁড়ো তৈরি হচ্ছে। আর এরপরই ধানতলা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভেজাল হলুদ গুঁড়ো এবং তা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হলুদ রং, চালের গুঁড়ো সহ অন্যান্য গুঁড়ো মশলা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

শনিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার বাগনান কলেজ মাঠে শুরু হল 'এমএলএ বাগনান ফুড ফেস্টিভ্যাল' শীর্ষক খাদ্য মেলা। বাগনান বিধানসভা এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা বিভিন্ন ধরনের পিঠে, পুলি সহ খাবারের সমাহার রয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বাগনান কেন্দ্রের বিধায়ক অরুণাভ সেন, বাগনান এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৌসুমী সেন, বাগনান দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়জিৎ নন্দী প্রমুখ।

চন্দ্রকোনায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে স্যালাইন কাণ্ডের প্রতিবাদ শনিবার বিকেলে গড়বেতা তিন নম্বর ব্লকের চন্দ্রকোনা রোড শহরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি তুলে প্রতিবাদ মিছিল করল বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। শহরের দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল বেরিয়ে গোটা শহর পরিক্রমা করে চৌরাস্তার মোড়ে পথসভা হয়। এদিনের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন একাধিক ছাত্র যুব সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। স্যালাইন কাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে এক শিশু সহ এক প্রসূতির, পাশাপাশি চিকিৎসাধীন বেশ কয়েকজন।

তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যর বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: বোমা মজুত করে রাখার কারণে আমডাঙা পঞ্চায়েতের খেলিয়া গ্রামের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য আবু তালেব মণ্ডল ও তৃণমূল কর্মী ইঞ্জামুল মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করল আমডাঙা থানার পুলিশ। শনিবার তাদের বারাসাত আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকেও আর্মস উদ্ধার হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে এই আবু তালেব একাধিক বোমা মজুত করে রেখেছে। তারপর খেলিয়া গ্রামের মধ্যে গিয়ে সেই এলাকা থেকে তিন জার বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। ইতিমধ্যে সেই বোমাগুলোকে ডিসপোজাল করে দিয়েছে পুলিশ। কি উদ্দেশ্যে তৃণমূল সদস্য আবু তালেব এত বোমা মজুত করেছিল তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছে পুলিশ। কিন্তু আপেক্ষিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে সদস্যর জমি থেকেই ওই বোমা উদ্ধার হয়েছে এবং আবু তালেব এর প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে সেই কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে এই পঞ্চায়েতের প্রধান খুন হয়। তারপর থেকে উপ প্রধান পঞ্চায়েত চালাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে মুখে কুলুপ পেতেছে আমডাঙার শাসক নেতৃত্ব। যদিও আমডাঙার বিধায়ক জানান, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ এর জন্য আটকে রাখা হয়েছে। গোটা বিষয়টি তিনি শুনেছে, তিনি ব্যক্তিগত কাজে বাইরে রয়েছে সেখান থেকে ফিরে এসে গোটা বিষয় উপযুক্ত খবর নিয়ে এ বিষয়ে মন্তব্য করবেন।

বিজ্ঞপ্তি

মুণ্ডলিকা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

অত্র সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা ১৭ ই জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশদে জানতে সমিতিতে যোগাযোগ করুন। রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২২/hg, তারিখ ০১/১১/২০০৭, মুণ্ডলিকা, জাঙ্গিপাড়া, হুগলী, পিন-৭১২৪০৪, যোগাযোগ - ৯৭৩৩৫৯১৫৬৫

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given to public at large inviting Claim/ Objection in respect of the property more particularly described in the schedule hereunder written.

Public is further informed that the property more particularly described in the schedule hereunder written is proposed to be used for public purpose, namely, ... (Public purpose details may be mentioned here), free from all encumbrances.

In case any person has any right, title, interest, claim of whatsoever nature in respect of the said property or to any part thereof by way of sale, exchange, mortgage, let, lease, lien, charge, maintenance, license, gift, inheritance, share, possession, easement, trust, bequest possession, assignment or encumbrance of whatsoever nature or otherwise are hereby requested to intimate to the undersigned in writing at the address mentioned below of any such claim accompanied with all necessary and supporting documents (documentary proof) within 14 (fourteen) days from the date of publication hereof , failing which the undersigned shall be at liberty to proceed to take necessary action in respect of the said property for the said public purpose, without any reference to such claims and the claims if any, shall be deemed to have been given up or waived, abandoned.

1. SCHEDULE OF PROPERTY

Premise bearing no 33/1/A admeasuring 1 KA. OCH. OSFT. (area of the property to be used for public purpose), situated under ward no. 11 under Bhadreswar Municipality (Name of the ULB), lying on LR Dag no. 1442 of the land bearing RS Dag No. 1369, JL No. 10 , Khatian No. ...., Block ...., Mouza Telinipara, Sheet No. 02, situated at Kalbasti Lane Road, Bhadreswar, City/Town Bhadreswar, Pin-712125, Dist.- Hooghly

2. SCHEDULE OF PROPERTY

Premise bearing no 13/R admeasuring 6KA. 7 CH. 18 SFT. (area of the property to be used for public purpose), situated under ward no. 16 under Bhadreswar Municipality (name of ULB), lying on LR Dag no. 3591 of the land bearing RS Dag No. 2360, JL No. 12 , Khatian No. ...., Block ...., Mouza Bhadreswar , Sheet No. 05, etc, situated at Chalda Tala Ghat Lane Road, Bhadreswar, City/Town Bhadreswar, PS Bhadreswar, Dist- Hooghly Pin-712124.

Place:

Date:

3.SCHEDULE OF PROPERTY

Premise bearing no 42/3/A admeasuring 1KA. 13CH. 35SFT. (area of the property to be used for public purpose), situated under ward no. 22 under Bhadreswar Municipality (name of ULB), lying on LR Dag no. 495 of the land bearing RS Dag No. 468, JL No. 20 , Khatian No. ...., Block ...., Mouza Khurigachi , Sheet No. 01, etc, situated at Khurigachi Road Majher Para Road, Bhadreswar, City/Town Bhadreswar, PS Bhadreswar, Dist- Hooghly Pin-712124.

Sd/-
Chairman,
Bhadreswar Municipality,
139.G.T Road, P.O & P.S-Bhadreswar, Hooghly

MUNDALIKA S.K.U.S LIMITED
REGD. NO.-22/HG, DTD. 01/11/2007
VILL+P.O.- MUNDALIKA, PS.-JANGIPARA, DIST.-HOOGHLY, PIN-712404

মুণ্ডলিকা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ পরিচালক মন্ডলী নির্বাচন-২০২৪

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

তদ্দারা মুণ্ডলিকা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমতি লিঃ এর সমস্ত /সদস্য/সদস্যাগণ কে জানান যাইতেছে যে আগামী ইংরাজির ০১/০৩/২০২৫ তারিখ, (বাংলা ১৬ ফাল্গুন) কাল ১১ টায়, মুণ্ডলিকা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয়ে নীচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী এই সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক প্রতিনিধি/সদস্য/সদস্যাগণকে পস্থিত হইয়া পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান্ কমিশান্ রেগুলেসান্ ২০১২ অনুসরণ রিয়া পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হইল। আলোচ্যসূচি: পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন

তারিখ: ১১/০১/২০২৫
স্থান: মুণ্ডলিকা, হুগলী

স্বাঃ/- (ইন্দ্রনীল মোহান্ত)
সমবায় পরিদর্শক, জাঙ্গীপাড়া উন্নয়ন ব্লক

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

পরিচালক পদের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য। পরিচালক পদের মোট সংখ্যা-০৯ অসংরক্ষিত-৬, তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি পরিচালক পদ (সংরক্ষিত) -১, মহিলা পরিচালক পদ (সংরক্ষিত) -২।

১. নির্বাচন সূচিঃ-

ক্রম	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	১৭.০১.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা
২	খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তি প্রদান	১৮.০১.২০২৫- ৩০.০১.২০২৫ (ছুটির দিন ব্যাতিত	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ৯ টা থেকে ১০ পর্যন্ত
৩	খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তির শুনানি	৩১.০১.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১০ টা হতে শুনানি শেষ হওয়া পর্যন্ত
৪	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০১.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা
৫	মনোনয়নপত্র বিতরণ	০৪.০২.২০২৫- ০৫.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১২ টা
৬	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	০৪.০২.২০২৫- ০৫.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১২ টা
৭	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	০৭.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১০ টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত
৮	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ	০৭.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পর
৯	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	০৮.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	০৮.০২.২০২৫ তারিখ বিকাল ৩.০০ টার পূর্বে
১০	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৮.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	০৮.০২.২০২৫ বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত
১১	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	০১.০৩.২০২৫	আহেরীপোতা প্রাথমিক বিদ্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত
১২	ভোট গণনা	০১.০৩.২০২৫	আহেরীপোতা প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভোট গ্রহনের অব্যবহিত পর
১৩	ভোটের ফল প্রকাশ	০১.০৩.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	ভোট গণনার অব্যবহিত পর

• সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর পঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে। • মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক (কেবল মাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন। • ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে। • কোন কারণে কোন সদস্য/ ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন। প্রার্থী মনোনয়ন পত্রে বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন। • কোন সদস্য/ ভোটার/প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ: ১১/০১/২০২৫
স্থান: মুণ্ডলিকা, হুগলী

স্বাঃ/- (সুব্রত আধিকারি ও ইন্দ্রনীল মোহান্ত)
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
মুণ্ডলিকা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

জিনাতের খোঁজে পুরুলিয়ায় এবার পুরুষসঙ্গী রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বন দপ্তরের কাছে বাঘের অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও, এবার দক্ষিণরায়ের দেখা মিলল পুরুলিয়ার বান্দোয়ান-কুইলাপাল রাস্তায় নেকড়া গ্রামের কাছে।

শুক্রবার রাতে মোটর বাইক চালিয়ে পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানার জানিঝোড় গ্রামের বাসিন্দা যুধিষ্ঠির মাহাতো ওই রাস্তা দিয়ে তালপাত গ্রাম থেকে তারঁ জানিঝোড় গ্রামে ফিরছিলেন। ওই সময় হঠাৎ কুইলাপাল-বান্দোয়ান রাস্তায় নেকড়া গ্রামের কাছে বাইকের হেডলাইট বাঘ মামার গায়ের ওপর পড়তেই দর্শন মিলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের! আর তাতেই আতঙ্কে বাইক থেকে প্রায় পড়ে যাওয়ার অবস্থা হয় বাইক চালক যুধিষ্ঠির মাহাতোর। কোনও মতে নিজেকে সামলে তিনি বাড়ি ফিরে দাবি করেন, 'আমি তালপাত থেকে নিজের বাড়ি জানিঝোড় আসছিলাম। সেই সময় কুইলাপাল-বান্দোয়ান রাস্তায় আমার মোটর বাইকের সামনে ৫-৬ হাত দূরে বাঘ চলে আসে। একেবারে হলুদ ডোরাকাটা। খুবই ভয় লাগছিল। পাশে একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সেখানে থাকা মানুষজনকে ঘটনার কথা জানাই। তাঁরাই বন দপ্তরে খবর দেন। এরপর ওঁরা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।'

দফায় দফায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পাশাপাশি খোঁজ চালানো হচ্ছে ওই এলাকায়। বন দপ্তর জানাচ্ছে, হ্যাঁ, মিথ্যে বলেননি যুধিষ্ঠির। তিনি ঠিকই বলছেন। সেখানে মিলেছে বাঘের পায়ের ছাপ। কংসাবতী দক্ষিণ বন বিভাগের কর্মীদের ধারণা, রাইকা পাহাড়ের জঙ্গলে জিনাতের অস্থায়ী ডেরাতেই আস্তানা গেড়েছে জিনাতের প্রেমিক পুরুষসঙ্গী আশিক। এখানেই জিনাত পাঁচ দিন কাটিয়েছিল। জিনাতের খোঁজে আসা তার প্রেমিক পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম বনাঞ্চল সহ এই পাহাড়ে ৬ দিন পার করেদিল। না গিলেছে টোপ। না ধরা দিয়েছিল ট্র্যাপ ক্যামেরায়। না খেয়েছিল জ্যান্ত ছাগল, না খেয়েছিল শুয়োরের মাংস। তিন নম্বর দিনে ছাগলের মাংস নুন দিয়ে মাখিয়ে দীর্ঘক্ষণ রোদে পঁচিয়ে টোপ দেওয়া হয়েছিল। সেই টোপও খায়নি সে। ফলে এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিকল্পনা।

কংসাবতী দক্ষিণ বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে বাঘিনীর মূত্র নিয়ে এসে এদিন সবুজ খাঁচার টোপের চারেপাশে তা স্প্রে করা হয়। জিনাতের আশিককে আকৃষ্ট করতে বাঘবন্দি অভিযানে এমন অভিনব কৌশল রাজ্যের বন বিভাগের। পৃথক পৃথক এলাকায় তিনটি সবুজ খাঁচা পাতা হয়। এবার আশিকের প্রেমের টানকে কাজে লাগাতে চাইছে বন দপ্তর। রাজ্যের মুখ্য বনপাল (পশ্চিম চক্র) সিঙ্গরম কুণালডাইভেল বলেন, 'আমরা শুক্রবার সকালের দিকে যমুনাগোড়া এলাকায় বাঘের পায়ের ছাপ দেখি। সেখানকার মানুষজনদের সঙ্গে কথা বলি। তারপর নতুন পৃথক তিনটি এলাকায় টোপ দিয়ে খাঁচা পাতা হয়েছে।'

গত বছরের ২২ ডিসেম্বর পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের রাইকা পাহাড়ের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে রয়্যাল বেঙ্গল বাঘিনী জিনাত। ওড়িশার সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে ঝাড়খণ্ড, ঝাড়গ্রাম হয়ে পুরুলিয়া আসে সে। ২৯ তারিখ তাকে বাঁকুড়ার রানিবাঁধের গোঁসাইডি এলাকায় ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে কাবু করা হয়। সেখান থেকে কলকাতা হয়ে ১ জানুয়ারি ওড়িশার সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্পে নিজের বাড়িতে ফিরে যায় জিনাত। আর সেদিনই পুরুলিয়া সীমান্তে ঝাড়খণ্ডের সরাইখেলা-খরসোঁওয়া জেলার চাণ্ডিল শহর সংলগ্ন চৌকা থানার তুল গ্রামের বালিডি জঙ্গলে দেখা মেলে এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটির। ব্যাঘ্র বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ওড়িশা থেকে পুরুলিয়া আসার দীর্ঘ পথে কোথাও এই বাঘটির সঙ্গে দেখা হয়ে থাকতে পারে জিনাতের। আর তার টানেই ঠিক জিনাতের ফেলে আসা পথে চরকিপাক খাচ্ছে তার প্রেমিক। শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, ওই রয় ্যাল বেঙ্গল টাইগার রাইকা পাহাড় থেকে নেমে এসে নেকড়া হয়ে বান্দোয়ান-ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়ক পার করে একটি পুকুর সাঁতরে হাতিরামগোড়া হয়ে বোরোর দিকে চলে এসেছে। ঠিক যে পথে গিয়েছিল জিনাত, সেই পথেই যাচ্ছে তার প্রেমিক। মাইকিং করে সতর্ক করা হচ্ছে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে ওই এলাকার বাসিন্দাদের।

রাজ্যে থ্রেট কালচার অব্যাহত!

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএড ছাত্রী ও মা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হুমকির মুখে পড়তে হল কাঁকসার গোপালপুরের বাসিন্দা বিএড পাঠরতা এক ছাত্রী ও তার পরিবারকে। বিচার চেয়ে ও সুরক্ষার দাবিতে প্রশাসনের দারস্থ হয়েছেন ওই ছাত্রী।

আবাসের টাকা পেয়ে রাজ্যের সব জায়গার পাশাপাশি কাঁকসার গোপালপুরেরও বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছেন এক ব্যক্তি। আর সেই বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে পুকুরের একাংশ মাটি দিয়ে বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। কেন আবাসের বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে পুকুরের একাংশ বুঝিয়ে ফেলা হয়েছে সেই বিষয়ে প্রশাসন, পঞ্চায়েতের কাছে লিখিত অভিযোগ করার পর থেকেই স্থানীয় শাসকদলের নেতা কর্মীদের দ্বারা হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

অভিযোগ জানিয়েও কাজের কাজ না হওয়ায় এবার গোপালপুরের ওই ছাত্রী ও তাঁর মা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিরাপত্তার আর্জি জানালেন। চাইলেন সুবিচার। অভিযোগ পেয়ে আপাতত কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীনন্দা রায় মহান্তি। থ্রেট কালচারের শিকার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরতা ছাত্রী মেঘনা গোস্বামী। বাবা বছরখানেক আগে মারা গিয়েছেন, মাকে নিয়ে একাই থাকেন মেঘনা। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণনাশের হুমকি পেয়ে এবার পুলিশের দ্বারস্থ পরিবার।

কেন এই থ্রেট, কারা দিচ্ছে, সেই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর দাবি, তাঁদের একটি পুকুর রয়েছে যেটি সরকারি পোর্টালে পুকুর হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে। যার দাগ নম্বর ৫১৯৬। যা গোপালপুর মৌজাতে রয়েছে। পুকুরের একাংশ বুজিয়ে বাংলা আবাসের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। অভিযোগ, প্রতিবাদ করার অপরাধে তাঁকে ক্রমাগত হুমকি দেওয়া হচ্ছে। অপহরণ করার পাশাপাশি খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, কেবলা বাগদি নামের ব্যক্তি মাটির বাড়ি ভেঙে আবাস যোজনার বাড়ি তৈরি করছেন। সমস্ত মাটি পুকুরে ফেলা হচ্ছে। বাধা দিতে গেলে তিনি স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে তাঁকে হুমকি দেন। ইমেল মারফত কাঁকসা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। এখানেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। বিষয়টি তিনি গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে কাঁকসা বিডিওকে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলেও দাবি। উলটে পুকুরের মধ্যে বর্জ্য ফেলে দিয়ে সেই পুকুরের একাংশ বুজিয়ে আবাসের বাড়ি তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ। শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ করেন।

গোস্বামী পরিবারের থেকে লিখিত একটা অভিযোগ এসেছে, আপাতত কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর যে বা যারা হুমকি দিচ্ছে ওই ছাত্রীকে, পুলিশ প্রশাসন দেখুক সেই বিষয়টি এমনটাই জানিয়েছেন গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীনন্দা রায় মহান্তি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই তৃণমূল কর্মী কেবলা বাগদি। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সরব হয়েছেন বিরোধীরা। পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিজেপির জেলার নেতা চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি জানিয়েছেন, যদি সরকারি দাগ নম্বরে পুকুর বলে থাকে তা হলে সেখানে আবাসের বাড়ি তৈরির অনুমতি কী করে দেওয়া হল। কেন প্রতিবাদী ছাত্রীকে থ্রেট করা হচ্ছে। অবিলম্বে পরিবারের নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি জানিয়েছে তারা। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রশাসন যাতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করে সেই দাবি জানিয়েছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার কংগ্রেসের জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী।

নিষ্ক্রিয় বাজেয়াপ্ত শব্দবাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বাজেয়াপ্ত করা শব্দদূষণকারী বাজিগুলোকে শনিবার পাণ্ডবেশ্বর থানার পক্ষ থেকে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। শব্দ বাজিগুলোকে অজয় নদের পাশে একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় উপস্থিত ছিল বম্ব স্কোয়াডের বিশেষজ্ঞ দল, একটি অ্যাম্বুল্যান্স, মেডিক্যাল টিম এবং ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা। সমগ্র কাজটি অত্যন্ত সুরক্ষিত পরিবেশে সম্পন্ন করা হয়, যাতে কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা না ঘটে। পাণ্ডবেশ্বর থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শব্দদূষণ রোধে এই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। স্থানীয় মানুষ এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও এমন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রশাসনের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন। শব্দদূষণের বিরুদ্ধে এই সচেতনতা ও পদক্ষেপ এলাকায় পরিবেশ সুরক্ষার একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

চলন্ত লরির ইঞ্জিনে আগুন,অল্পে বাঁচলেন চালক-খালাসি: কলকাতা থেকে পুরুলিয়া যাওয়ার পথে চলন্ত লরিতে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের দুর্গাপুরগামী রাস্তায় পানাগড় বাইপাসের হাসপাতাল মোড়ের কাছে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।যদিও লরির চালক ও খালাসির তেমন কিছু হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, লরিতে করে রান্নার গ্যাসের স্ক্যাপ সিলিন্ডার নিয়ে লরিটি কলকাতা থেকে পুরুলিয়া যাচ্ছিল। পানাগড় বাইপাসে ওঠার পরেই ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে।

স্কুল পালানো নিখোঁজ ছাত্রীদের চলন্ত ট্রেনে উদ্ধার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চার ছাত্রী স্কুল থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরেই অভিযোগ করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। তারকেশ্বর থেকে নিখোঁজ তিন স্কুলছাত্রী সহ এক নাবালিকাকে চলন্ত ট্রেন থেকে তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধার করল তারকেশ্বর থানার পুলিশ। তৎপরতার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ উদ্ধার করে তাদের। শুক্রবার নাবালিকাদের চন্দননগর মহকুমা আদালতে তোলা হয় গোপন জবানবন্দি নেওয়ার জন্য।

বৃহস্পতিবার তারকেশ্বরে একটি স্কুলের ১২ থেকে ১৫ বছরের তিন নাবালিকা ছাত্রী এবং তাদের এক বান্ধবী (১৩) স্কুলে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। কিন্তু অনেকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও তাদের খোঁজ না পেয়ে চিন্তিত পরিবারের লোকজন তারকেশ্বর থানায় অভিযোগ করে। এরপরেই পুলিশ সন্ধান পায় এক যুবকের। তার সঙ্গে ওই নাবালিকা ছাত্রীদের মধ্যে পরিচয় গড়ে উঠেছিল সামাজিক মাধ্যমে। সেই সূত্র ধরে পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। সমস্ত থানায় এই খবরও পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবকের বাড়ি বর্ধমানের কাটোয়ায়। তাঁর ফোন নম্বর ট্র্যাক করে বর্ধমানের বেহুলা স্টেশন থেকে চার নাবালিকাকে উদ্ধার করে বলাগড় থানার পুলিশ।

শেষ পর্যন্ত চার ছাত্রীর খোঁজ মেলে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ চলন্ত আপ হাওড়া-কাটোয়া গ্যালপিং লোকাল ট্রেনে বলাগড় স্টেশন থেকে প্রতিটি কামরায় তল্লাশি চালাতে থাকে পুলিশ। বেহুলা স্টেশনে ট্রেন দাঁড় করিয়ে চার ছাত্রীকে উদ্ধার করে পুলিশ। রাতেই তাদের তারকেশ্বর থানার হাতে তুলে দেয় বলাগড় থানার পুলিশ। কী কারণে, কোথায় ট্রেনে করে ওই চার নাবালিকা যাচ্ছিল অথবা তাদের কেউ ফাঁদে ফেলে ভিন্ রাজ্যে পাচারের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল কি না, তারও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। একটি ফোনের সূত্র ধরে পুলিশের অনুমান, এই ঘটনার নেপথ্যে পাচার চক্র থাকতে পারে। উদ্ধার হওয়া নাবালিকাদের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে পাঠানো হবে।

হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃশানু রায় বলেন, 'ওই চারটি মেয়ের একজন ফোন করে তার দিদিকে। সেই ফোনের সূত্র ধরেই বলাগড় থানার পুলিশ চলন্ত ট্রেনে তল্লাশি চালায়। কাটোয়া থেকে দু'টি স্টেশন পরে ট্রেনের মধ্যে তাদের উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার রাতেই তারকেশ্বর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

শনিবার অবিলম্বে সিঙ্গুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেল সাবওয়ের দাবিতে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ১নং প্ল্যাটফর্মে প্রতিবাদ সভায় রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না সহ সর্বস্তরের নেতৃত্ববৃন্দ।

মুকুটমণিপুর জলাধারে প্রথম নৌকো বাইচ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রায় ৭০ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার অভিনব দৃশ্যের সাক্ষী থাকলেন বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর জলাধার, সঙ্গে জঙ্গলমহলের মানুষ ও এখানে বেড়াতে আসা পর্যটকরাও। খাতড়া মহকুমা প্রশাসনের সৌজন্যে মুকুটমণিপুর মেলা উপলক্ষে শনিবাসরীয় সকালে জলাধারের স্বচ্ছ নীল জলে অনুষ্ঠিত হল নৌকো বাইচ প্রতিযোগিতা। এত দিন যা এবঙ্গের সুন্দরবন সহ দেশের অন্যান্য প্রান্তের মানুষ দেখে এসেছেন এবার তা চাক্ষুস করার সুযোগ পেলেন জঙ্গলমহলবাসীও।

অভিনব এই প্রতিযোগিতা ঘিরে প্রতিযোগী থেকে উপস্থিত দর্শক সাধারণ- সকলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। একই সঙ্গে জলাধারের বুকে প্রতিযোগীতা চলাকালীন যেকোন দুর্ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের তরফে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছিল।

খাতড়া মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, দু'রাউণ্ডের এই নৌকো বাইচ প্রতিযোগিতায় মোট ৫০টি নৌকো অংশগ্রহণ করেছিল। প্রতিটি নৌকোতেই দু'জন করে চালক-সহযাত্রী ছিলেন।

আইএনটিইউসির উদ্যোগে জেলা সম্মেলন আয়োজিত: পূর্ব বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সংগঠন আইএনটিইউসির উদ্যোগে জেলা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই জেলা সম্মেলনে সমস্ত কংগ্রেসের কর্মীদের নিয়ে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমানে বাদশাহি রোড এলাকায়।

বাড়ি থেকে বিতাড়িত বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা মহকুমাশাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মায়ের জমি বিক্রি করে, টাকা পয়সা নিয়ে মাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় ছেলেমেয়েরা। অগত্যা আশ্রয় খোলা আকাশের নীচে। প্রচণ্ড শীতে থাকতে না পেরে অবশেষে কালনা কোর্ট প্রাঙ্গণে প্ল্যাকার্ড হাতে বসেন বৃদ্ধা। সেই খবর কালনা মহকুমাশাসকের কানে যেতেই তিনি দেখা করলেন বৃদ্ধার সঙ্গে। ব্যবস্থা করলেন দুপুরের খাওয়ার। রিলিফের কিছু চাল, ডাল ও নিজের পকেট থেকেও কিছু নগদ অর্থ দিলেন কালনার মহকুমাশাসক শুভম আগরওয়াল। মায়ের জমি বিক্রি করা টাকা হস্তগত করে গর্ভধারিণীকে বাড়ি থেকে তাড়ায় ছেলে ও মেয়েরা, এরপর তিনি মহকুমাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। বৃদ্ধার নাম ভবানী চৌধুরী। বাড়ি পূর্বস্থলী ১ ব্লকের সমুদ্রগড় নতুনপাড়া গ্রামে। ৮৫ বয়সের এই বৃদ্ধা, নদিয়ায় বাপের সম্পত্তি বিক্রি করে ১৫ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। সেই টাকা ছেলেমেয়েরা হাতিয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। বৃদ্ধা বলেন, 'এই কনকনে শীতে আমাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। তাই আমি এক সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তায় কালনা মহকুমাশাসকের দ্বারস্থ হয়েছি। এই বৃদ্ধার এক কন্যা কালনা শহরের কোর্টের মোড়ে থাকেন। বৃদ্ধার আরও অভিযোগ, গত কয়েকদিন আগে তাঁর বড় জামাই তাকে মুখে লাথি মারে। মহকুমাশাসক বৃদ্ধার কাছে গিয়ে সব শুনে তাঁকে সাহায্য করেন। কথা বলেন পূর্বস্থলি ১ নম্বর ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের সঙ্গে। এরপর গাড়ি করে ওই বৃদ্ধাকে সমুদ্রগড়ের ব্লক অফিসে পাঠানো হয়।

অনলাইন প্রতারণার শিকার ব্যক্তির টাকা উদ্ধার সাইবার সেলের পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: আবারও বড় সাফল্য পেল জামুড়িয়া থানার সাইবার সেল। অনলাইন প্রতারণার শিকার এক ব্যক্তির টাকা উদ্ধার করে ফেরত দিল সাইবার সেলের পুলিশ।

এ বিষয়ে নন্ডি গ্রামের বাসিন্দা প্রতারিত মৃন্ময় ঘোষের বাবা সুখেন্দু ঘোষ জানান, গত বছরের ৫ অক্টোবর তাঁর ছেলের ফোনে একটি অজানা নম্বর থেকে একটি কল পেয়েছিলেন যাতে বলা হয়েছিল যে তার ছেলের আধার কার্ড ব্যবহার করে একটি জাল সিম পেয়ে অবৈধ লেনদেন করা হয়েছে, তাই তাঁর অ্যাকাউন্টে সমস্ত টাকা তাঁদের কাছে পাঠানো হবে এবং তদন্ত করে তাদের টাকা ফেরত পাঠানো হবে না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং তাঁরা এই ফোনকলের পরও ৯ লাখ টাকা পাঠিয়েছেন। যে নম্বরে তাঁরা কল করেছিল, আমি ফোন করলে তা বন্ধ ছিল।

তাঁরা যে প্রতারণার শিকার হয়েছেন তা বুঝতে পেরে জামুড়িয়া থানার সাইবার সেলে অভিযোগ দায়ের করেন মৃন্ময়বাবুর বাবা সুখেন্দু ঘোষ। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করে জামুড়িয়া থানার সাইবার সেল। চলতি মাসের ১৬ তারিখে ৭ লাখ ১৮ হাজার ৯৪৪ টাকা উদ্ধার করে জামুড়িয়া সাইবার সেল। ১৮ জানুয়ারি শনিবার সুখেন্দুবাবুর হাতে টাকার চেক তুলে দেন জামুড়িয়া থানার সাইবার সেল। টাকা ফেরত পাওয়ার পর তিনি জামুড়িয়া থানার পুলিশ ও সাইবার সেলকে ধন্যবাদ জানান।

বাঁকুড়ায় দারকেশ্বরের চরে মানুষ মাতল মুড়িমেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শত শত বছরের রীতি মেনে বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়ায় দারকেশ্বর নদের চরে মুড়ি খাওয়ার মেলায় মেতে উঠলেন হাজার হাজার মানুষ। শনিবার সকাল থেকে শুধুমাত্র কেঞ্জাকুড়া গ্রাম থেকে নয় বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমনকি ভিন জেলারও বহু মানুষ যোগ দেন এই মেলায়। ইতিহাসের সাক্ষী হওয়ার পাশাপাশি নদের চরে পরিবারের সকলে মিলে শীতের রোদে পিঠ লাগিয়ে রসনা তৃপ্তির এমন রাজকীয় আয়োজনে আপ্লুত আট থেকে আশি।

বাঁকুড়ার মানুষের মুড়ি প্রীতির কথা নতুন নয়। তা নিয়ে বহু গল্পকথা যেমন রয়েছে তেমনই এই মুড়ি প্রীতির জন্য আধুনিক নাগরিক সভ্যতার কম কটাক্ষ সহ্য করতে হয়না বাঁকুড়াবাসীকে। কথিত আছে একসময় স্বর্গরথে চড়ে দেবরাজ ইন্দ্র আকাশপথে যাওয়ার সময় প্রবল সোঁ সোঁ রহস্যজনক শব্দ শুনতে পান। রহস্য উদ্ঘাটনে রথ থামিয়ে বরুণ দেবকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন তাঁর কারসাজিতে মর্ত্যে ঝড় উঠেছে কিনা। বরুণদেব অস্বীকার করলে ঋষি নারদকে ইন্দ্র দায়িত্ব দেন এর কারণ অনুসন্ধানের। ঋষি নারদ বিশ্বময় ঘুরে শেষে জানতে পারেন বাঁকুড়ার মানুষ সাতসকালে মুড়িতে জল ঢেলেছে। তারই প্রবল শব্দ মর্ত্য ছাড়িয়ে স্বর্গে পৌঁছচ্ছে। বাঁকুড়ার মানুষের এমন রসালো নানা গল্পকথা চালু রয়েছে।

বাঁকুড়ার মানুষের প্রাণের এমন খাবার নিয়ে মেলা হবে তা কী আর এমন বড় কথা। প্রতিবছর নিয়ম করে এই মুড়িকে নিয়েই আস্ত একটা মেলা বসে বাঁকুড়ার প্রাচীন জনপদ কেঞ্জাকুড়ায়। জানা যায় কয়েকশো বছর ধরেই কেঞ্জাকুড়ার দারকেশ্বর নদের চরে রয়েছে মাতা সঞ্জীবনীর আশ্রম। সেই আশ্রমে প্রতি বছর মকর সংক্রান্তির দিন শুরু হয় হরিনাম সংকীর্তন। শেষ হয় ৪ মাঘ।

প্রাচীনকালে শ্বাপদ সঙ্কুল পথ ডিঙিয়ে হরিনাম শুনতে আশ্রমে আসতেন দূর দূরান্তের গ্রামের মানুষ। হরিনাম শুনে তাঁরা আর রাতে বাড়ি ফিরতেন না। রাতভর আশ্রমে কাটিয়ে পরের দিন সকালে নিজেদের সঙ্গে থাকা মুড়ি দারকেশ্বর নদের চরে বসে নদের জলে ভিজিয়ে তা খেয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেঞ্জাকুড়ার সেই রীতি পরিণত হয় মেলায়। এখন মাঘ মাসের ৪ তারিখে কেঞ্জাকুড়া থেকে হাজারে হাজারে মানুষ জড়ো হন দারকেশ্বর নদের চরে। পাহাড় প্রমাণ মুড়ির পাশাপাশি সঙ্গে নিয়ে যান চপ, বেগুনি, টমেটো, মুলো শসা, লঙ্কা, পেঁয়াজ, ঘুগনি, নাড়ু, হরেক রকম মিষ্টি, জিলাপি, নারকেল সহ বিভিন্ন সামগ্রী।

নদের চরে গামছা বিছিয়ে সেই পাহাড় প্রমাণ মুড়ি বিভিন্ন অনুসঙ্গে রসিয়ে পরিবারের সকলে মিলে খান একসাথে। মুড়ি খেতে খেতে চলে গল্প গুজব আড্ডা, সেলফি তোলা। এই মুড়ি মেলার জন্য শুধু স্থানীয় মানুষদের বছরভরের অপেক্ষাই থাকে তাই নয়, এই মেলা উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনেরাও ভিড় করেন কেঞ্জাকুড়ার দারকেশ্বরের ঘাটে। দিনভর মহা মিলনমেলায় জমজমাট হয়ে ওঠে সারাবছর একান্তে পড়ে থাকা দারকেশ্বরের সঞ্জীবনী ঘাট।

দোকান ভেঙে ধানমাঠে উলটালো ট্রেলার, আহত চালক ও খালাসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে একটি দোকান কে ভেঙে পাশের ধান জমিতে উলটে গেল একটি পাথর বোঝাই ট্রেলার। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কের ত্রিলোকচন্দ্রপুর মোড়ের কাছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন,রাতে বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে তারা ছুটে এসে দেখেন। রাতে একটি ট্রেলার পাথরবোঝাই করে পানাগড়ের দিকে আসার সময় রাস্তার ধারে একটি অস্থায়ী খাবারের দোকান ভেঙে দিয়ে পিছনের ধান জমিতে উলটে যায়। চালক ও খালাসি অল্পবিস্তর আহত হন। খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনাটি দিনের বেলায় হলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত বলে দাবি এলাকাবাসীর। শনিবার বেলায় পাথর খালি করে ট্রেলারটিকে ক্রেনের সাহায্যে উদ্ধার করে পুলিশ।

১৫ জন নয়, ইংল্যান্ড সিরিজের দলে নেওয়া হয়েছে ১৬ জনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: জসপ্রীত বুমরাহকে রেখেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজরে দল ঘোষণা করেছে ভারত। কিন্তু সেই সিরিজে তিনি খেলতে পারবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তাই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দলে রয়েছেন হর্ষিত রানাও। বুমরাহ খেলতে না পারলে সুযোগ পাবেন তিনি।

শনিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করে ভারত। সেই দলের সঙ্গে ইংল্যান্ড সিরিজে জুড়ে দেওয়া হয়েছে হর্ষিতকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। এ বার এক দিনের দলেও ডাক পেলেন তিনি। দিল্লির পেসার আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে বল করে নজর কেড়েছিলেন মেন্টর গৌতম গম্ভীর। এর পর গম্ভীর ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার পর থেকে ভারতীয় দলে ডাক পাচ্ছেন হর্ষিত। মহম্মদ সিরাজ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ডাক পাননি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলেও রাখা হয়নি তাঁকে। সেই জায়গায় হর্ষিতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বুমরাহকে রেখে দল ঘোষণা করলেও প্রধান নির্বাচক আগরকর নিশ্চিত নন তাঁকে নিয়ে। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি তাঁর পিঠের স্ক্যান করানো হবে। আগরকর আশা করছেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ এক দিনের ম্যাচে খেলতে পারবেন বুমরাহ। সেই আশাতেই তাঁকে দলে রাখা হয়েছে।

ভারতীয় দলে তিন জন ওপেনার রয়েছেন। অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং সহ-অধিনায়ক শুভমন গিল ওপেন করবেন। তৃতীয় ওপেনার হিসাবে সুযোগ পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে ভাল খেলা যশস্বী জয়সওয়াল। টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি খেললেও এক দিনের ক্রিকেটে এখনও অভিষেক হয়নি তাঁর। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের জার্সিতে ৫০ ওভারের ক্রিকেট খেলতে দেখা যেতে পারে তাঁকে।

এক দিনের ক্রিকেটে ভারতের তিন নম্বর জায়গাটা পাকা বিরাট কোহলির জন্য। অস্ট্রেলিয়া বিরুদ্ধে টেস্টে রান না পেলেও সুস্থ থাকলে এক দিনের ক্রিকেটে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামবেন তিনিই। মিডল অর্ডার সামলানোর জন্য রয়েছেন শ্রেয়স আয়ার, লোকেশ রাহুল এবং ঋষভ পন্থ। উইকেটরক্ষক হিসাবে রাহুল বা পন্থের মধ্যে এক জন খেলবেন।

দলে রয়েছেন অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ড্য, রবীন্দ্র জাডেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং অক্ষর পটেল। স্পিন বিভাগ সামলানোর জন্য কুলদীপ যাদবও রয়েছেন।

৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ। নাগপুর (৬ ফেব্রুয়ারি), কটক (৯ ফেব্রুয়ারি) এবং আমদাবাদে (১২ ফেব্রুয়ারি) হবে তিনটি ম্যাচ। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে সেটাই ভারতের প্রস্তুতির জায়গা।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের দল: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আয়ার, লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থ (উইকেটরক্ষক), হার্দিক পাণ্ড্য, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর পটেল, কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ শামি, হর্ষিত রানা, আরশদীপ সিংহ, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং যশস্বী জয়সওয়াল।

নির্বাচনের দাবিতে বিরোধীরা সোচ্চার হতেই মোহনবাগান উত্তাল, বার্ষিক সভায় হাতাহাতি

মোহনবাগান এজিএমে বিরোধীদের নির্বাচনের দাবিতে উত্তপ্ত দু'শিবিরের হাতাহাতি, আহত মহিলা সদস্য। ডানদিকে সভার ছবি।

নিজস্ব প্রতিনিধি: শনিবারের বাগানে আচমকাই ঝড়। তবে পূর্বাভাস ছিলই। শুক্রবার একমাত্র একদিনেই প্রকাশিত হয়েছিল নির্বাচনের দাবিতে উত্তাল হতে চলেছে ২০২৫ সালের মোহন বাগানের বার্ষিক সাধারণ সভা। ঠিক তাই হল। বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্ত ও প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বসু শিবিরের কথা কাটাকাটি থেকে একেবারে হাতাহাতি। কবে হবে নির্বাচন, সেই দাবিতে সোচ্চার ছিল সৃঞ্জয় শিবির। অন্যদিকে, টালবাহানা আর গড়িমসিতে নির্বাচন এড়িয়েই চলছিল শাসক শিবির। একদিন'এর খবর সত্যি করে এদিন বোস শিবির স্বভাবতই নির্বাচনের দাবি তোলে। দুপুর বারোটা নাগাদ ভবানীপুর ক্লাবে জড়ো হয়েছিল বোস শিবিরের মোহনবাগান সদস্যরা। আর নির্বাচনের দাবি তুলতেই মেজাজ হারায় শাসক শিবির ,শেষ পর্যন্ত তা গড়ায় হাতাহাতিতে। ক্লাব নির্বাচনের দিন কবে ঠিক হবে? এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্তর পালা চলছিল সৃঞ্জয় বসু ও দেবাশিস দত্তর মধ্যে। সৃঞ্জয় বোস বলেন, '২০২২ সালে নির্বাচন হয়নি।'সচিব দেবাশিস দত্তর দাবি, বিরোধী শিবির যদি মনোনয়ন জমা না দেয় তা হলে কী করা যাবে। যার প্রেক্ষিতে সৃঞ্জয় বোস মনে করিয়ে দেন, বিরোধী শিবির থেকে মনোনয়ন জমা দেওয়া হলেও তাঁকে প্রত্যাহারে বাধ্য করা হয়েছিল। সে'সময়ই দুই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে শুরু হয় বচসা। পরে ধাক্কাধাক্কি শুরু হলে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দুই শিবিরের কিছু সদস্য। দুই শিবিরইচেয়ার তুলে মারমুখী হতেও দেখা যায় । এমন ঘটনা এমন ঐতিহাসিক ক্লাবের ক্ষেত্রে লজ্জার বলেই মত ফুটবল বিশেষজ্ঞদের। আহত হন মহিলা সদস্য সুরভী দাস। চলতি বছরের ১৮ মার্চ মোহনবাগানের বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ২০২২ সালের মার্চ মাসে গঠিত হয়েছিল এই কমিটি। নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল ২০২১ সালে। কিন্তু কোভিডের জন্য সেই বছর নির্বাচন হয়নি। পরের বছর নতুন কমিটি মনোনীত হয়। দেবাশিস দত্ত বলেন, 'নিয়ম মেনে আইনত যত তাড়াতাড়ি নির্বাচন হওয়া উচিত, তাই হবে। আমরা ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কার্যকরী কমিটির বৈঠক ডাকব। যারা দ্রুত নির্বাচন করতে চাইছে, সেই বৈঠকে তাঁদেরও ডাকা হবে। এদিন হয়তো ধাক্কাধাক্কি হয়েছে, তবে চেয়ার ছুড়ে মেরেছে কিনা আমার জানা নেই।' সৃঞ্জয় বসুও বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি। তিনি বলেন, 'ছোটখাট ভুল বোঝাবুঝি একটা মিটিংয়ে হয়। কিন্তু আমরা মোহনবাগান পরিবার। একটা বাড়িতে দশটা ভাই থাকলে সেখানেও তর্কাতর্কি হতে পারে। মোহনবাগান পরিবারে ছোট ঘটনা হয়েই থাকে। আমার নির্বাচন নিয়ে কথা ছিল, সেই নিয়ে নানা দিক থেকে নানা মন্তব্য আসছিল। আমাদের একটাই দাবি, নির্বাচন স্বচ্ছভাবে করা হোক। এই কমিটি ২০২২ সালে দ্রুততার সঙ্গে যেভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করে, আশা করছি সেই দ্রুততা দেখিয়ে এবছরও নির্বাচন সম্পন্ন করবে।'

E-TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, Chanderghat Gram Panchayat(Under Tehatta- I Panchayat Samity), Chanderghat, Nadia. **NIET No. 05/15th CFC fund (TIED) of CGP of 2024-25**, visit **www.wbtenders.gov.in** and Sealed Tender **NIT No. 12/15thCFC UNTIED/2024-25.** Last date of submission **24.01.2025 upto 4p.m. & 6p.m.** For details please contact the Office.
Sd/- Prodhan,
Chanderghat Gram Panchayat.

E-TENDER
E- Tenders invited by the Prodhan, Patharghata-I Gram Panchayat (Under Tehatta-1 Panchayat Samity), Maliapota, Nadia. **NIET No. 6e of 2024-25,** visit **www.wbtenders.gov.in** & Sealed Tenders NIT No. 01/2024-25, Last date of submission **25.01.2025 up to 6p.m.** & **21.01.2025 upto 12noon.** For details please contact to the Office.
Sd/- Prodhan,
Patharghata-I Gram Panchayat.

E-Tender Notice
The Prodhan Gurah Pashla Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement system from the bonafied and resourceful contractors for **NIeT No-14/GPGP/15th CFC (Tied)/ 2024-25** Dated- **16/01/25.** Last date as Bid submissin- **24/01/2025** respectively **upto 16.00 hours.** For details visit website- **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Gurah Pashla G.P.
Nabagram Block, MSD

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e tender Vide **Nit No- WBMAD/ CM/BT/NIT-6(1st)/ 2024-25 & WBMAD/ CM/BT/ NIT-8 (1st)/2024-25, Dt:- 17.01.2025** for Various work under Chakdaha Municipal Area. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

E-TENDER invited by the Prodhan Jaleswar-II Gram Panchayat, Gaighata Block, North 24 Parganas. **NIT No : 13/2024-25, Dated: 15/01/2025. TENDER ID: 2025_ZPHD_800863_1, 2025_ZPHD_800822_1, 2025_ZPHD_800736_1. NIT No : 14/2024-25, Dated: 15/01/2025. TENDER ID : 2025_ZPHD_801445_1. NIT No : 15/2024-25, Dated:-15/01/2025. TENDER ID : 2025_ZPHD_801489_1. Date of Closing : 21/01/2025 at 5.00 PM, 22/01/2025 at 5.00 PM. Date of Opening : 24/01/2025 at 12.00 PM.** For all detail please visit Website : **http://etender.wb.nic.in or http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
PRODHAN
JALESWAR-II GRAM PANCHAYAT
GAIGHATA BLOCK
NORTH 24 PARGANAS

PANCHGRAM GRAM PANCHAYAT
PANCHGRAM, NABAGRAM, MURSHIDABAD
e-NIT No. 10/PGP/15 th FC/2024-25, Dt. 17/01/2025 &
e-NIT No. 11/PGP/15 th FC/2024-25, Dt. 17/01/2025
Prodhan, Panchgram Gram Panchayat invites e-tenderfrom bonafied contractors, Agencies, Institution, individuals for mentioned work. Website- **htpp://wbtenders.gov.in.** Details information is available at the website and the undersigned on any working days. Tender **ID:2025 ZPHD 803385_1 to 2025 ZPHD 803385_12 & 2025 ZPHD 803398_1to 2025_ZPHD_803398_15**
Sd/- Prodhan
Panchgram Gram Panchayat
Panchgram, Nabagram,
Murshidabad.

আজ পূর্ব সাতগেছিয়ায় সংহতি ট্রফির ফাইনালে থাকবেন অভিষেক ডালমিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিবারের মতো এবারেও জমজমাট পূর্ব বর্ধমানের পূর্ব সাতগেছিয়ার সংহতি ট্রফি। অতীতে একাধিক তারকা হাজির হয়েছিলেন গ্রামের এই ক্রিকেট উন্মাদনা দেখতে। মহম্মদ আজহারউদ্দিন থেকে গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, অশোক মালহোত্রা থেকে সন্দীপ পাতিল সবাই হাজির হয়েছিলেন। এসেছিলেন ঝুলন গোস্বামী, জয়দীপ মুখার্জীর মতো তারকারাও। আজ সংহতি ট্রফির ফাইনালে হাজির থাকবেন আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য তথা সিএবির প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া।

ফাইল চিত্র

ফাইনালে মুখোমুখি হবে চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব ও সাউথ ক্যালকাটা স্পোর্টস।

এই সংহতি ট্রফির সেমিফাইনালে চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব ৮ উইকেটে হারায় গুপ্তিপাড়া একাদশকে। ১৫ ওভারের ম্যাচে ১২২ রানের টার্গেটে ১০ ওভারেই পৌঁছে যায় চন্দননগর। বল হাতে ২ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ২২ বলে ৫১ রানে অপরাজিত থেকে ম্যাচের সেরা অর্জুন। অন্য সেমিফাইনালে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ১৫ ওভারে ২ উইকেটে ১৯১ তোলে সাউথ ক্যালকাটা স্পোর্টস। জবাবে ৪ উইকেটে ১৬০ রানের বেশি যেতে পারেনি ব্রাদার্স ইলেভেন। ১৫ বলে ৪৭ রানে অপরাজিত থাকার পাশাপাশি একটি উইকেট পেয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন ঋষি বটব্যাল। পূর্ব সাতগেছিয়া সংহতি পরিচালিত সংহতি ট্রফির ফাইনাল দেখতে যে ভিড় উপচে পড়বে তা বলাই যায়।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ক্যানসারের মতো রাজনীতিকে গ্রাস করছে পাকিস্তান: জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি: 'আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে পাকিস্তান ব্যতিক্রম। কারণ, পাকিস্তান সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জঙ্গি কার্যকলাপে মদত দেয়। সেই ক্যানসার এখন পাকিস্তানের নিজের রাজনীতিকেই গ্রাস করছে। সমগ্র উপমহাদেশের স্বার্থে পাকিস্তানের এই নীতি ত্যাগ করা উচিত।' বক্তৃতায় ভারতের বিদেশনীতি নিয়েও অবস্থান স্পষ্ট করলেন জয়শঙ্কর। তিনি জানান, ভারতের বিদেশনীতি তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে। যথাক্রমে, পারস্পরিক সম্মান, পারস্পরিক সংবেদনশীলতা এবং পারস্পরিক স্বার্থ।

সদ্য স্পেন সফর থেকে ফিরেছেন জয়শঙ্কর। সূত্রের খবর, সফরে স্পেনের বিদেশমন্ত্রী ম্যানুয়েল আলবারেসের সঙ্গে বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বাড়ানো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর পর আগামী ২০ জানুয়ারি, সোমবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিতে চলেছেন ট্রাম্প। সেখানেই ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিদেশমন্ত্রী। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, আমেরিকা সফরে গিয়ে সে দেশের নতুন প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করবেন বিদেশমন্ত্রী। কথা বলবেন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গেও।

অসমে স্কুলবাস উল্টে প্রাণ হারাল তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্র

গুয়াহাটি, ১৮ জানুয়ারি: অসমের ডিমা হাসাওয়ে উল্টে গেল স্কুল বাস। প্রাণ হারাল তৃতীয় শ্রেণির এক পড়ুয়া। দুর্ঘটনায় প্রায় ২০ জন পড়ুয়া আহত। তাঁদের মধ্যে ছয় জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, শনিবার স্কুলে যাওয়ার পথে উমরাংশো থানার অধীন এলাকায় বাসটি দুর্ঘটনার মুখে পড়ে।

চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তার জেরেই এই দুর্ঘটনা হয়েছে বলে জানান তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর আধিকারিক দেবজিৎ বোরা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু

হয়েছে ওই স্কুল ছাত্রের। তার নাম দালিমার রঙ্গহাঙ্গপি। প্রায় ১৬ জন পড়ুয়া ছোটখাট চোটআঘাত পেয়েছে। ছ'জন পড়ুয়ার আঘাত গুরুতর। তাদের হোজাইয়ের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

এই দুর্ঘটনার পরে রাজ্যে স্কুলপড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ এবং প্রশাসনের দিকেও আঙুল তুলেছেন অভিভাবকেরা। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কেন গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারাল, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নয়া প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করল ইরান ও রাশিয়া

মস্কো, ১৮ জানুয়ারি: আমেরিকা-সহ পশ্চিমী দুনিয়ার নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রয়েছে রাশিয়া ও ইরান। দু'দেশের বন্ধুত্ব মাথাব্যথার কারণ ইউক্রেনেরও। কারণ যুদ্ধে মস্কোকে হাতিয়ার জোগাচ্ছে ইসলামিক দেশটি। এই অভিযোগ বহুবার উঠেছে। কিন্তু সব কিছুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নয়া প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ান ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মনে করা হচ্ছে, ইউক্রেন যুদ্ধে লড়াই করার জন্য আরও ভয়ংকর কোনও হাতিয়ার মস্কোর হাতে তুলে দিতে পারে তেহরান। উলটোদিকে, ইজরায়েলের হুমকির মোকাবিলা করতে বন্ধুকে অস্ত্র দেবেন পুতিন।

সূত্রে খবর, রাশিয়ার সফরে গিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেস্কিয়ান। শুক্রবার মস্কোয় তিনি আলোচনায় বসেন পুতিনের সঙ্গে। দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে। এই বৈঠকের পরই দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষর করেন তাঁরা। এই চুক্তির মধ্যে রয়েছে দুদেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা। এছাড়া নিরাপত্তা, ব্যবসা, পরিবহণ ও শক্তির ক্ষেত্রেও

একে অপরের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে দু'দেশ।

বিশ্লেষকদের মতে, আগামী ২০ জানুয়ারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার আগেই পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের বসার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলেছেন তিনি। এই বৈঠকের আগে পেজেস্কিয়ান-পুতিন সাক্ষাৎ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ইউক্রেন যুদ্ধে ইতি টানা নিয়ে রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করবেন ট্রাম্প। যদিও এই বিষয়ে এখনও কিছু জানায়নি মস্কো। অন্যদিকে, হাতিয়ারের জন্য বিভিন্ন দেশের কাছে দরবার করছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। রুশ হামলা প্রতিহত করার জন্য ইউক্রেনের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম যে দুর্বল হয়ে পড়েছে তা মেনে নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। তাই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র শক্তিশালী করতে এবার ইতালির উপর ভরসা রাখছে কিয়েভ। জো বাইডেন জমানার অবসানের কথা মাথায় রেখে ইতালি-সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য দেশের সঙ্গে জোট আরও মজবুত করতে চান জেলেনস্কি। তাই ইরানের থেকে নতুন নতুন হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে শক্তিশালী থাকতে চায় রাশিয়া।

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah
Re E-TENDER INVITING NOTICE
Re Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **e-NIT No. 59/ NGP/2024-25 & 62/NGP/24-25.** Published date: **18/01/2025 at 09 :00 AM.** Last date of Bid submission: **25/01/2025 up to 12:30 PM.** Date of opening: **27/01/2025 at 12:45 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
নং. সিওএম-পিইউবি-ই-অকশন-এসডিএইচ, তারিখ ঃ ১৭.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। **অ্যাডমিন ইউনিট/ জোন ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশন - বাণিজ্যিক/পূর্ব রেল, **অকশন ক্যাটালগ নম্বরঃ এডিভিটি-০১-২৫-০১, অকশন কর্তৃপক্ষ ঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, **অকশন শুরু (সমস্ত লট) ঃ** ২১.০১.২০২৫, বেলা ১২টা, **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঞ্জ ঃ** ২১.০১.২০২৫, দুপুর ৩টায়। **অটো এক্সটেনশন জোন ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশন সময়কাল ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ঃ** ৩০ মিনিট। **ক্রমাগত লট ক্লোজিং ব্যবধানঃ ঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন ঃ** ১০ বার। **ই-অকশন ক্যাটালগের বিশদ বিবরণ ঃ** নিম্নরূপঃ **এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরি, বিবরণ, ট্রিপ/দিন এবং লটের শেষ তারিখ ও সময়** যথাক্রমেঃ- **এএ/১;** এডিভিটি-লোকো-এসডিএএইচ- এসডিএএইচ-৫৫-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-লোকো এক্সটেরিয়র); প্রাথমিকভাবে শিয়ালদহ ডিভিশন কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ ডব্লুএপি-৭-এর বহির্ভাগে ব্র্যান্ডিং (পিইউ পেন্টিং-এর মাধ্যমে)-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞাপনের অধিকার; ১০৯৬; ২১.০১.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে। **এবি/১;** এডিভিটি-এসডিএএইচ-বিএলএইচ-ওএইচ-২০-২২-২ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম); ক্লাস্টার-XIII স্টেশনগুলির (বেলঘরিয়া-টিটাগড়) স্টেশন এলাকার বাইরের বাণিজ্যিক প্রচারের জন্য বাল্ক অধিকার; ১০৯৬; ২১.০১.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা ৪০ মিনিটে। **এবি/২;** এডিভিটি-এসডিএএইচ-আরএইচএ-ওএইচ-১০-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম); ০১(এক) ক্লাস্টারে (এলসি-এ) একত্রিত ০৪টি লেভেল ক্রসিং গেটের চিহ্নিত স্থানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বাল্ক অধিকার; ১০৯৬; ২১.০১.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা ৫০ মিনিটে। **এবি/৩;** এডিভিটি- এসডিএএইচ-বিডিজেড-ওএইচ-১১-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম); ০১(এক) ক্লাস্টারে (এলসি-বি) একত্রিত ০৪টি লেভেল ক্রসিং গেটের চিহ্নিত স্থানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বাল্ক অধিকার; ১০৯৬; ২১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টায়। **এবি/৪;** এডিভিটি-এসডিএএইচ-ডিইবি-ওএইচ-১২-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম); ০১(এক) ক্লাস্টারে (এলসি-সি) একত্রিত ০৩টি লেভেল ক্রসিং গেটের চিহ্নিত স্থানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বাল্ক অধিকার; ১০৯৬; ২১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ১০ মিনিটে। **এবি/৫;** এডিভিটি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-ওএইচ-২-২২-১(অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম); শিয়ালদহ রেলওয়ে কলোনির (আরসি-১) চিহ্নিত স্থানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বাল্ক অধিকার; ১০৯৬; ২১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ২০ মিনিটে। **এবি/৬;** এডিভিটি-এসডিএএইচ- এসডিএএইচ-ওএইচ-৩-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম); নারকেলডাঙা রেলওয়ে কলোনির (আরসি-২) চিহ্নিত স্থানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বাল্ক অধিকার; ১০৯৬; ২১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **এবি/৭;** এডিভিটি-এসডিএএইচ-এসজিবিএ-ওএইচ-৪-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম); মোঘলবাগান রেলওয়ে কলোনির (আরসি-৩) চিহ্নিত স্থানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বাল্ক অধিকার; ১০৯৬; ২১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে। **এবি/৮;** এডিভিটি-এসডিএএইচ-কেওএএ- ওএইচ-৫-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম); দক্ষিণদাঁড়ি রেলওয়ে কলোনির (আরসি-৬) চিহ্নিত স্থানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বাল্ক অধিকার; ১০৯৬; ২১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে। **এবি/৯;** এডিভিটি-এসডিএএইচ-বিএলএন-ওএইচ-৬-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম); বালিগঞ্জ রেলওয়ে কলোনির (আরসি-৭) চিহ্নিত স্থানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বাল্ক অধিকার; ১০৯৬; ২১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টায়। **এবি/১০;** এডিভিটি-এসডিএএইচ-এনএইচ-ওএইচ-৭-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম); নৈহাটি রেলওয়ে কলোনির (আরসি-১০) চিহ্নিত স্থানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বাল্ক অধিকার; ১০৯৬; ২১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা ১০ মিনিটে। **এবি/১১;** এডিভিটি-এসডিএএইচ-কেওয়াইআই- ওএইচ-৮-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম); কল্যাণী রেলওয়ে কলোনির (আরসি-১১) চিহ্নিত স্থানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বাল্ক অধিকার; ১০৯৬; ২১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা ২০ মিনিটে। **এবি/১২;** এডিভিটি-এসডিএএইচ-কেএনজে-ওএইচ-৯-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম); কৃষ্ণনগর সিটি রেলওয়ে কলোনির (আরসি-১২) চিহ্নিত স্থানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বাল্ক অধিকার; ১০৯৬; ২১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে। **এবি/১৩;** এডিভিটি-এসডিএএইচ-কেওএএ-ওএইচ-১৪-২৩-১(অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম); কলকাতা স্টেশনের বাইরে জোন বি (সার্কুলেটিং এলাকা)-তে বাণিজ্যিক প্রচারের জন্য বাল্ক অধিকার;১০৯৬; ২১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা ৪০ মিনিটে। **এসি/১;** এডিভিটি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-ওএসডি- ৬১-২৪-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিসেস (ডিজিটাল)); শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশন (জোন এ১)-এ ডিজিটাল স্ক্রিন সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ৫০ঃ৫০ সময়/স্থান ভাগ করে নেওয়ার ভিত্তিতে রেলওয়ে সম্পর্কিত তথ্যসহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের ডিজিটাল প্রদর্শন; ১৮২৬;২১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে। **এসি/২;** এডিভিটি-এসডিএএইচ-বিএনএক্সআর-ওএসডি-৫৮-২৪-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিসেস(ডিজিটাল)); বিধাননগর রোড রেলওয়ে স্টেশন-এ ডিজিটাল স্ক্রিন সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ৫০ঃ৫০ সময়/স্থান ভাগ করে নেওয়ার ভিত্তিতে রেলওয়ে সম্পর্কিত তথ্যসহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের ডিজিটাল প্রদর্শন; ১৮২৬; ২১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা। **রেট ইউনিট ঃ** এএ/১, এবি/১ থেকে এবি/১৩ এবং এসি/১ থেকে এসি/২ প্রতিটির জন্য বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) ঃ** এএ/১, এবি/১ থেকে এবি/১৩ এবং এসি/১ থেকে এসি/২ প্রতিটির জন্য ০.২। **লট স্ট্যাটাস ঃ** এএ/১, এবি/১ থেকে এবি/১৩ এবং এসি/১ থেকে এসি/২ প্রতিটি ড্রাফট ক্যাটালগে নতুন।
SDAH-329/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপ্রবাহ

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তবলিয়া

পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক বর্ষীয়ান তবলিয়া পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৪৭ সালের ৬ই নভেম্বর। হাওড়া জেলার বালি নিশ্চিন্দার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। বর্তমানে ওনার বয়স ৭৮ বৎসর।

তবলা শিক্ষার হাতেখড়ি হয় ১৯৫৫ সালে। তখন ওনার বয়স মাত্র ৮ বৎসর। পিতা প্রয়াত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, মাতা প্রয়াত জ্যোতির্ময়ী মুখোপাধ্যায়, বড় কাকা প্রয়াত নীরদ বরণ মুখোপাধ্যায়, ছোট কাকা প্রয়াত সুবীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্বশুর মশাই প্রয়াত সুধীর কুমার ব্যানার্জি, দীক্ষা গুরু শ্রীশ্রী পরমানন্দ রায় মহারাজ। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী রমা মুখোপাধ্যায়, ভাই শিবনাথ মুখোপাধ্যায়।

বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অভাবকে উপেক্ষা করে তবলাকে বেছে নেন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে। দীর্ঘ চলার পথে বহু লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, কটূক্তি সহ্য করেও কোন দিন পথভ্রষ্ট হননি তবলার থেকে। সেই সময় সেখানে ছিল না কোনো বিদ্যুতের ব্যবস্থা, না ছিল আজকের মত সুন্দর রাস্তাঘাট, না ছিল এত জনসমাগম। তার মধ্যে থেকেও ওনার সাধনা, ধ্যান, জ্ঞান একটাই যাকে তিনি অন্তর দিয়ে লালিত পালিত করে আজকে নিজেকে বিশ্ববরেণ্য তবলিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্ব বিখ্যাত তবলিয়া পণ্ডিত শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রথম জীবনে ওনার তবলা শিক্ষার হাতেখড়ি প্রয়াত দুলাল চন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট। দীর্ঘদিন সময় তাঁর সান্নিধ্যে থেকে উনি তবলায় তালিম নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে পণ্ডিত গোবিন্দ বসুর নিকট তালিম নেন। তারপর তবলার গুরু পণ্ডিত শ্যামল বসুর নিকট তালিম নিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ওনার সান্নিধ্যে থেকে নিজেকে তবলায় আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন । এছাড়া পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করেন, কারণ এই সময়কালে পণ্ডিত শ্যামল বসুর পিতা সঙ্গীত আচার্য্য প্রয়াত অনাথ নাথ বসুর সান্নিধ্যে আসেন এবং ওনার পরম আশীর্বাদ প্রাপ্তি ঘটে। তৎসহ বহুমূল্যবান তবলার বোলবাণী শিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটে। যা আজও পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ওনার কাছে পাওয়া বোলবাণীকে মূল্যবান সম্পদের মতো করে আগলে রেখেছেন। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সাল থেকে ২০২০ সাল অবধি তবলার গুরু প্রয়াত সত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বহু কঠিন তালিম গ্রহণ করেন। ওনার এই সুদীর্ঘ চলার পথে বহু চড়াই-উৎরাই দেখেছেন, বহু গুণী মানুষ জনের সান্নিধ্যে এসেছেন। যার মধ্যে অন্যতম সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী আঙুর বালা দেবীর ক্লাসে তবলায় সঙ্গত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। যার সান্নিধ্যে এসে উনি বেশকিছু নতুন শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সে সময় মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডঃ অঞ্জলী মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী আঙুর বালা দেবীর নিকট তালিম নিতেন ।

১৯৬৮ সালে তৎকালীন রাজ্য সরকারের পক্ষথেকে অন্যতম তবলিয়া হিসাবে সম্মান প্রদান করা হয় তৎসহ

মানপত্র তুলে দেওয়া হয় পন্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাতে। বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওনার গুণের জন্য তার বাড়িতে অবাধ যাতায়াত ছিল। ২০০৩ সালে ওনার আরও এক সম্মান প্রাপ্তি ঘটে উলুবেড়িয়া কলেজ হইতে সুর মার্গের অধ্যক্ষা শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বসুর কাছ থেকে। ওনার সুদীর্ঘ জীবনকালে যে সকল বিশ্ববরেণ্য সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গত করার সুযোগ পেয়েছিলেন বা সঙ্গত করেছিলেন তাঁরা হলেন বিশ্ববরেণ্য হারমনিয়ামের যাদুকর প্রয়াত পন্ডিত সোহনলাল শর্মা এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা ত্রয়ী সোহিনী শর্মা, মোহিনী শর্মা ও রোহিনী শর্মা যারা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে পন্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করেন। এবার আসা যাক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আরও এক দিকপাল প্রয়াত পন্ডিত কমল মল্লিক। যিনি পৃথিবী বিখ্যাত সরোদ শিল্পী হিসেবে আজও বিখ্যাত হয়ে আছেন তার সাথেও তবলায় সঙ্গত করেছেন দীর্ঘকাল। এছাড়াও মুনাব্বর আলির সুযোগ্য ছাত্র দেবাশিষ অধিকারী যার পরিচিতি তৎকালীন আকাশবাণীর স্টেশন ডাইরেক্টর হিসেবে, ওনার সাথেও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে সঙ্গত করেছেন।

বিগত ১৯৯০ হইতে ২০০০ সাল এই সময়কালে উলুবেড়িয়া কলেজ, রবীন্দ্র সদন, মহাজাতি সদন, উত্তরপাড়া সঙ্গীত চক্র একাডেমি, বিড়লা একাডেমি, মেদিনীপুর কলেজের লোধা ভবন এই সব জায়গায় ওনার ছিল অবাধ বিচরণ। সেখানে উনি শুধু একাই তবলা বাদ্যকার হিসেবে যেতেন না, সঙ্গে থাকতেন ওনার বহুগুণী ছাত্র। যাদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন মঞ্চে, অ্যাকাডেমিতে তাল-তরঙ্গ বাজিয়ে দর্শক কুলকে মোহিত করে দিতেন। তিনি বহু পুরস্কার, সম্মান ও বহু গুণীজনের সাহচর্যে এসেছিলেন ওনার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। আজ সেই সব ছাত্ররা শুধু এই দেশেই নয় সদর্পে কেউ অমেরিকায়, কেউ লন্ডনে সঙ্গত ও প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন। পন্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বহুবার বিদেশ থেকে আমন্ত্রন পেয়েছিলেন। তথাপি তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে। তিনি সর্বদা চেয়েছেন তার মাতৃভূমি হয়ে উঠুক সংস্কৃতির পীঠস্থান। যাকে আজও বড়ো মন্দির বলে মনে করেন তিনি । গত ১৯৮৩-১৯৮৪ সাল নাগাদ বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ, অনুমোদিত তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ''কলাশ্রী'' তৈরি করেন। তার সৃষ্ট এই মন্দিরে ছাত্রছাত্রী তৈরি করেছেন, শুধু তাই নয়, কলাশ্রীর নামের সাথে আজ জড়িয়ে বহু গুণী ব্যক্তির নাম। তারা হলেন বিশ্ববরেণ্য বেহালা বাদক প্রয়াত পন্ডিত ভি.জি. যোগ, পদ্মভূষণ খ্যাত প্রয়াত পন্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, বিশ্ববরেণ্য হারমনিয়ামের যাদুকর প্রয়াত পন্ডিত মোহনলাল শর্মা, শোভনলাল বর্মা, বিখ্যাত সরোদ শিল্পী প্রয়াত পন্ডিত কমল মল্লিক, প্রয়াত পন্ডিত চন্দন মল্লিক (সরোদ), বিশ্ববরেণ্য সেতার শিল্পী পন্ডিত মণিলাল নাগ; বিশ্ববরেণ্য উচাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী প্রয়াত শিপ্রা বসু, সারেঙ্গীতে বিশ্ববরেণ্য প্রয়াত পন্ডিত রমেশ মিশ্র, বিখ্যাত সন্তুরবাদক পন্ডিত বরুণ দেবনাথ, উচাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতি মহুয়া দেবনাথ, বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী দিলীপ দাশ, বিখ্যাত জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত কথক নৃত্য শিল্পী সুমনা নাগ, বিখ্যাত উচাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী সোহিনী শর্মা, মোহিনী শর্মা এবং রোহিনী শর্মা। শ্রীখোল ও তবলায় বিশ্ববরেণ্য ভাতৃদ্বয় পন্ডিত গোপাল বর্মন ও পন্ডিত মধু বর্মন এছাড়াও বহু গুণী ব্যক্তির পদধুলি তার নিজের প্রচেষ্টায় তার মন্দির তথা কলাশ্রীতে শুধু পড়েছে তাই নয় বালি ঘোষপাড়ার এই প্রত্যন্ত গ্রামকেও পরিচিতি দান করেছেন তার এই পান্ডিত্যের জন্য। ভারত বিখ্যাত কথক নৃত্য শিল্পী শ্রীমতী কেয়াচন্দ্র (চক্রবর্তী) ওনার কন্যা এবং সুযোগ্যা শিষ্যা তন্ময়ী চক্রবর্তী, সঙ্গীত আচার্য্য প্রয়াত চিন্ময় লাহিরীর সুযোগ্য ছাত্র পণ্ডিত শ্রী সিদ্ধেশ্বর ভৌমিক, ঝিলিক ভৌমিক, বিশ্ববিখ্যাত কথক শিল্পী শ্রীমতী শ্রীলেখা মুখোপাধায়ের সুযোগ্য ছাত্র ছাত্রীরা। ভারতনাঠ্যম শিল্প উচাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী সৌমিলি কাড়ার সেতার শিল্পী শ্রীমতী ইন্দ্রানী কাঁড়ার, এই সব বিখ্যাত শিল্পীরা কলাশ্রীর মঞ্চে দক্ষতার সঙ্গে অনুষ্ঠান করেছেন।

১৯৯৭ সালে হুগলী জেলার হিন্দমোটরে বিজ্ঞান মঞ্চ সেখানে ১৫ দিনের সাংস্কৃতিক মেলা বসে এবং আধুনিক, পুরাতনিক গান বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসে সারারাত্রীব্যাপী তাতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সমবেত তবলা তরঙ্গ বাজাবার সুযোগ ঘটে।

পন্ডিত শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় জানান, এই সুযোগ আমাকে করে দিয়েছেন মেলার ও অনুষ্ঠানের কর্ণধার এবং বিখ্যাত সাংবাদিক মাননীয় শ্রী শেখর সেনগুপ্ত। বিড়লা একাডেমিতে আমার যোগ্য ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে তবলা তরঙ্গ রূপক এবং তিনতাল পরিবেশিত হয়, সকল শ্রোতারা মুগ্ধ হন। ২০১৬ সালে বেনারসে বিখ্যাত গঙ্গা আরতিতে ওনার তবলা লহড়া বাজাবার সুযোগ হয় এবং বাজাবার সুযোগ হয়, তিনি বলেন খুব ভালোভাবে বাজিয়েছি দেশ বিদেশের বহু লোকজন ছিলেন দর্শক ও শ্রোতা হিসেবে, তাদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছি। বর্তমানে আমার যোগ্য ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম পন্ডিত শ্রী সুমন কাঁড়ার, পন্ডিত শ্রী জটিলেশ্বর ভৌমিক, শ্রী জয়দীপ চক্রবর্ত্তী, শ্রী তাপস রানা, শ্রীমতী পাপিয়া রানা, শ্রী সুমন দাস, শ্রী সোমনাথ দাস, শ্রী সুকুমার দে, শ্রী শ্যামল পোড়েল, শ্রী সৌরভ পোড়েল, শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বসু, শ্রীমতী মনিকা দে, (বাসু) প্রকৃতভাবে আমার অনুগত বা স্নেহধন্য শিষ্য বলে আমি মনে করি। আমাদের অনুষ্ঠানের খবর প্রথম সারির সব পত্র পত্রিকায় বেরিয়েছে এবং বেরিয়ে থাকে।

আলাপচারিতায়: রঞ্জন বোস

ধারাবাহিক উপন্যাস

একটু উষ্ণতার জন্য

উত্তম বিশ্বাস

— আপনার একটা পারমিশন চাই।

— কি ব্যাপারে বলুন!

— আপনাকে 'তুমি' সম্বোধন করতে পারি? আসলে আপনি আমার থেকে অনেক ছোটো। আমার সন্তানের মতো। তাই বললাম। মনে কিছু করলেন নাতো?

একটু আগের সেই প্রানবন্ত, রসিক ৮৪'র যুবকটি হঠাৎ এত বিষণ্ণ হয়ে পরলেন কেন? ওনার এই সহসা চারিত্রিক পরিবর্তন আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছিল। আসল ব্যাপারটা কি! একরাশ কৌতূহল নিয়ে এবার আমি একটু গেঁড়ে বসলাম। ওঁনাকে অনুমতি দিয়ে বললাম —

— নিশ্চয়, নিশ্চয়। কোনো ব্যাপার নয়। আপনি আমাকে তুমিদই বলুন। চাইলে 'তুইও' বলতে পারেন।

এদিকে বলতে বলতেই একটা বড় ট্রে ভর্তি কিছু খাবার নিয়ে পরিচারিকাটির আবির্ভাব। সামনের টেবিলে রেখে চলে গেলেন। আমি আগেই জানিয়ে দিলাম, অতকিছু আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়। ভদ্রলোক আমার অনুমতি পেয়ে এবার একটু সাহসি হয়ে বললেন —

(৭)

— পারবে পারবে, লজ্জা করো না। সেই কখন থেকে রোদে রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছ। জানি পেটে কিছু নেই। চুপচাপ খেয়ে নাও।

— ঠিক আছে, আমি এখান থেকে শুধুমাত্র একটা শিঙাড়া তুলে* নিচ্ছি। এর বেশি আমাকে আর অনুরোধ করবেন না প্লিজ।

ভদ্রলোক এবার রসিকতার ঢঙ্গে বললেন,

— আরে, খেয়ে নাও খেয়ে নাও। নিশ্চিন্তে খাও। খাবারে কিছু মেশান নেই। অজ্ঞান হবেনা। হা... হা... হা...।

— স্যার কিন্তু আজ আপনাকে সহজে ছাড়বে না।

এবার কথাটা শুনে আমি মোটেও ঘাবড়ে যাই নি। বরং মনের মধ্যে কৌতূহলগুলো আরও জাঁকিয়ে বসল। ব্যাপারটা কি চলছে কি!

দরজা ঠেলে আবারও ভদ্রলোকের আগমন। বসলেন। আমরা দুজনেই চায়ের পাত্র তুলে নিয়ে চা খেতে লাগলাম। ভদ্রলোক শুরু করলেন ,

— বিয়েসাদি হয়েছে?

এইরে! খেয়েছে, বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করছে যে। তাহলেতো মা'ই ঠিক। বললাম -*

— না। হয়নি।

— ঘরে কে কে আছেন?

মিলে যাচ্ছে, একদম মিলে যাচ্ছে। মায়ের কথাগুলো হুবহু মিলে যাচ্ছে। এতো দেখছি ঘরের কথা জানতে চাইছে! এবার মানতে বাধ্য হলাম গুরুজনের চিন্তা ভাবনার মধ্যে যথেষ্ট মুল্য আছে। বুঝতে পারলাম তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সম্মান করতে হয়। ঠিক আছে দেখাই যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? আবারও উত্তর দিলাম —

— বাবা-মা ও এক দাদা। এক দিদি ছিল, সেও বিবাহিতা।

— তার মানে, পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য।

— হ্যাঁ, ঠিক তাই।

— কোথায় থাকা হয়?

— হাওড়ায়।

— তাই নাকি! আমিও তো হাওড়ার ছেলে। হাওড়ার কোথায় থাক?

(৯)

— সাঁতরাগাছি।

— ও, আচ্ছা। আমরা থাকতাম একটু এগিয়ে কদমতলায়। তাহলে তুমি তো আমার জেলারই ছেলে।

— কিছু মেশালে কি আর সিঙাড়াটাকে বাদ দিয়ে মেশাবেন?

— হুম, কথায় যুক্তি আছে।

এবার ঘরে পরিচারিকাটির পুনরায় আবির্ভাব। হাতে একটা ট্রেতে দুটো জলপূর্ণ কাঁচের গ্লাস। টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বলল,

— স্যার, এবেলা তো কিছুই খেলেন না! তাহলে খাবারগুলো কি করব?

— এই তো দিয়েছিস, এগুলো খাচ্ছি যে।

— কিন্তু ভাত, তরিতরকারি সবইতো পরে আছে! সেগুলোর কি হবে?

— ওগুলো তুই রাত্রে খেয়ে নিস।

-- আপনি সারাদিন এইসব খেয়েই থাকবেন!?

— আহঃ! অত কথা বলিস নাতো! যেটা বলেছি সেটা কর, আর এখন যা এখান থেকে।

পরিচারিকাটি ধমক খেয়ে বিদায় নিল। এবার আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগল। উনি এখনও দুপুরের আহার সম্পূর্ণ করেন নি? তাহলে যে ওঁনার পরিচারিকাটি 'খাওয়া হয়ে গেলেই স্যার আসছেন' কথাটা যে বলেছিলেন, সেই ব্যাপারটি তাহলে কি? এবার কথায় কথায় আমিও এখন আগের থেকে অনেকটা সাহসি এবং স্বাভাবিক। বললাম ,

— একটা বিষয় খুব জানতে ইচ্ছে করছে!

— আবার কি?

— এত বেলা হয়ে গেল আপনি এখনও দুপুরের আহার সারেন নি? তাহলে যে আপনার কাজের মেয়েটি তখন আমায় বলল, খাওয়া হয়ে গেলেই আপনি আসছেন!

— তাহলে তোমাকে আরও আধঘণ্টা পয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হত। সেটা কি তোমার পক্ষে খুব ভাল হতো ?

ভদ্রলোক আবারও পরিচারিকাটিকে ডাকলেন। সে আসতেই তার কাছে এবার চায়ের জন্য বায়না ধরলেন। পরিচারিকাটি বিদায় নিলেন।

(৮)

— এই পড়ন্ত বিকালে তোমার একটু চা নিশ্চয় চলতে পারে?

— তা পারে। কিন্তু.....

— এত কৌতূহল ভাল নয়।

এবার ভদ্রলোক আমায় বসতে বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর যে দরজা ঠেলে বেড়িয়ে এসেছিলেন সেই দরজা ঠেলেই ভিতরের ঘরে ঢুকে গেলেন। আমিও কিছুক্ষম চুপচাপ বসে রইলাম। ইতিমধ্যে পরিচারিকাটি দু কাপ চা টেবিলের উপর রেখে বাকি খাবারের পাত্রগুলি নিয়ে ফিরে গেলেন। যেতে যেতে শুধু বলে গেলেন ,

ছোটবেলার কত স্মৃতি জড়িয়ে সেই সব অঞ্চলে। এখনও কিছু কিছু আত্মীয়স্বজন আছেন সেখানে। তবে তাঁদের সাথে আর যোগাযোগ একদমই নেই। তাঁরাও আমার কোনও খোঁজ রাখেনি, আমিও তাঁদের কোনো খোঁজ রাখিনি। আসলে আমি হলাম বাড়ি থেকে বিতাড়িত। আমরা হলাম যৌথপরিবার। বনেদি ব্রাহ্মণ। বাবা-জ্যাঠা-কাকা সব একসাথেই থাকতাম। সেকেলের বিশাল বাড়ি। কত ভাইবোন আমরা। বাড়িতে দুর্গাপূজা হত। জ্যাঠামশাই পুজো করতেন। পুজোর চার পাঁচদিন সেকি হৈচৈ ব্যাপার। দুরের আত্মীয়স্বজনরা দুদিন আগেই সব চলে আসতেন। আমরাও পড়াশোনা ফেলে সারাদিন শুধু খেলাধুলায় মেতে থাকতাম। ঐ কটা দিন আমরা স্বাধীন।

এতটুকু বলে ভদ্রলোক একটু থামলেন। আমিও নির্বাক শ্রোতা। বুঝতে পারছি না, ভদ্রলোক আমাকে বসিয়ে রেখে কেন এসব বলছেন! এতো ওনার ব্যক্তিগত কথা। তা শুনে আমি কি করব! মনে হচ্ছে আজ আর অফিস ফেরা হবেনা। নাহঃ, আজ কাজ সেরে সোজা বাড়ি ফিরে যাব। যেহেতু আমাদের আউটডোর ডিউটি, তাই রোজ অফিস ফিরে না গেলেও চলত। পরে রিপোর্টিং করলেও হত। তবে সত্যি বলতে কি, ওঁনার গল্প শুনতে এইবার ভালই লাগছে। ভদ্রলোক আবার শুরু করলেন —

— বুঝলে, আমি ছিলাম বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। আমার যখন ১৩ কি ১৪ বছর, তখনই মা মারা যায়। জেঠিমা, কাকিমাদের কাছেই বড় হচ্ছিলাম। পড়াশোনায় মোটামুটি ভালই ছিলাম। বাবার শখ, ছেলে ডাক্তার হোক। পড়াশোনায় খারাপ ছিলাম না। তাই বাবা ডাক্তারি পড়ালেন। ডাক্তারি পড়তে পড়তেই আমার থেকে তিন বছরের জুনিয়র একটি মেয়ের সাথে ভালবাসা হল। তখনকার দিনে বাড়ির ছেলেমেয়েদের বাড়ির অমতে ভাব ভালবাসা করাটা রীতিমত একটা ক্রাইম! যাইহোক, সেও ছিল দক্ষিণ ভারতীয় বনেদি ব্রাহ্মণ পরিবারেরই মেয়ে। ডাক্তারি পড়তে কলকাতায় এসেছিল। যৌবনের উন্মাদনা এবং সেই ভালবাসার গভীরতা এতটাই ছিল যে, পড়াশোনা শেষ করার আগেই দুজনে পালিয়ে বিয়ে করে ফেললাম। ব্যাস, কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ি থেকে গেট আউট! আমার সহধর্মিণী শুধুমাত্র অবাঙালী হওয়ার অপরাধে বাড়ি থেকে আমাদের বিয়েটা মেনে নিল না। যৌথ পরিবারে থেকে, জেঠিমা-কাকিমার ভালেবাসা-স্নেহ আমাকে একটিবারের জন্যও মায়ের অভাব অনুভূত হতে দেয়নি। সদ্য বিয়ে করে এসে বাড়ির চৌকাঠে পা দিতে না দিতেই আমার এতদিনের চেনা পরিবেশটা আমূল বদলে গেল।

(ক্রমশঃ)